নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে

# জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

## ২০১৮-২০৩০

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
নভেম্বর ২০১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

**প্রতিমন্ত্রী**
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধনে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য এবং সহিংসতা দূরীকরণের জন্য প্রচলিত বিবিধ আইন যুগোপযোগী করা, প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, জাতিসংঘ ঘোষণা ও প্রচারাভিযানে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি পর্যায়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ফলশ্রুতিতে, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

এই কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা দূর করার পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০১৫-২০৩০ গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজিতে নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নসহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি ২০১৮-২০৩০ মেয়াদে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

আশা করি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

**(মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি)**

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

বর্তমান সরকার নারী ও শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকে দেশের টেকসই উন্নয়ন এবং শিশু অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করার ফলে বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সকল ইউনিয়ন এবং পৌরসভায় ৪৮৮৩ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ইউনিসেফ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ প্রয়াসে ন্যাশনাল ক্যাম্পেইনের স্বীকৃতিস্বরূপ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

'জয় মোবাইল অ্যাপস' জন সাধারণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী ও শিশুর সহিংসতা প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার একটি কার্যকর পদক্ষেপ। বাংলাদেশের যেকোন প্রান্ত হতে যে কোন নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হলে বা আশংকা দেখা দিলে ন্যাশনাল টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ এ ফোন কলের মাধ্যমে কোন সেবা চাইলে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সকলের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ঢাকায় ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়ে রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর মাধ্যমে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

এই সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রমের পাশাপাশি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্বলিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসডিজি-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৮-২০৩০ মেয়াদে কর্মপরিকল্পনাটি যুগোপযোগী করা হয়েছে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করি।

নাছিমা বেগম এনডিসি

# মুখবন্ধ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদের সময়সীমা (২০১৩-২০১৪ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর) অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০১৫-২০৩০ গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্রতা নির্মূল, অসমতা দূরীকরণ, জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি অর্জনে এসডিজিতে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতাসহ নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশুর সুরক্ষা এবং নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

কর্মপরিকল্পনা সংশোধনের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, আইনজীবি, বেসরকারী সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ এসকল সভায় অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিয়াম ফাউন্ডেশনে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা ও শিশু বিয়ষক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, নাগরিক সমাজ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে, এলসিজি ওয়েজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মতামত গ্রহণ করা হয়। বিভাগ, জেলা, উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনাটি সংশোধন করা হয়। বিগত ১৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি: তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি এর সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাপ্ত এবং পরবর্তীতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুপারিশ ও মতামতের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পরবর্তী বছরসমূহে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরণ ও মাত্রার উপর মূল্যায়ন করে গৃহীত কার্যক্রমের প্রভাব পর্যালোচনা করা হবে। প্রত্যেক পর্বের শেষে পরিচালিত নিবিড় মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সংশোধন করা হবে। কর্মপরিকল্পনার যাবতীয় কার্যক্রমকে স্বল্পমেয়াদী (২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর); মধ্যমেয়াদী (২০১৮-১৯ থেকে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর) এবং দীর্ঘমেয়াদী (২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২৯-২০৩০ অর্থবছর) তিনটি মেয়াদে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনার রূপকল্প হলো ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠন করা এবং মূল লক্ষ্য হলো বহুমাত্রিক সমন্বিত কর্মসূচী ও কর্মকৌশলের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে নারী ও শিশু নির্যাতন মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ড. আবুল হোসেন

প্রকল্প পরিচালক

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# সূচিপত্র

## প্রথম অধ্যায়: নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত


| | | |
|---|---|---|
| ১.১ | পটভূমি | ১১ |
| ১.২ | বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত | ১২ |
| ১.৩ | নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরণ | ১২ |
| ১.৪ | নারী ও শিশুর অবস্থার উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ | ১৪ |
| | ১.৪.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | ১৪ |
| | ১.৪.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ | ১৫ |
| | ১.৪.৩ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে জাতিসংঘের উদ্যোগ | ১৭ |
| ১.৫ | নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ | ১৮ |
| ১.৬ | নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের যৌক্তিকতা | ১৮ |
| ১.৭ | জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) প্রণয়ন প্রক্রিয়া | ১৮ |
| ১.৮ | ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ | ১৯ |
| ১.৯ | কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সীমা | ১৯ |
| ১.১০ | নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কৌশল | ২০ |
| | ১.১০.১ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ | ২০ |
| | ১.১০.২ নারী ও শিশুকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর | ২০ |
| | ১.১০.৩ নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি | ২০ |

## দ্বিতীয় অধ্যায়: আইনি ব্যবস্থা ও আইনগত সহায়তা

## তৃতীয় অধ্যায়: সামাজিক সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন

| | | |
|---|---|---|
| ২.১ | পটভূমি | ২২ |
| ২.২ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | ২২ |
| ২.৩ | আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ | ২২ |
| ২.৪ | পরিকল্পনা ও নীতি | ২৪ |

২.৫ আইন, বিধি ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ২৪
২.৫.১ আইন ও বিধি ২৪
২.৫.২ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে উচ্চ আদালতে নির্দেশনা ২৭
২.৬ লক্ষ্য ২৭
২.৭ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক ২৮

৩.১ পটভূমি ৩৯
৩.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ ৩৯
৩.৩ আইন, পরিকল্পনা ও নীতি ৪০
৩.৪ লক্ষ্য ৪০
৩.৫ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক ৪১

## চতুর্থ অধ্যায়: নারী ও শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন


৪.১ পটভূমি ৫৬

৪.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৫৬

৪.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ ৫৬

৪.৪ পরিকল্পনা ও নীতি ৫৭

৪.৫ লক্ষ্য ৫৭

৪.৬ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক ৫৮

৫.১ পটভূমি ৬৬

৫.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৬৬

৫.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ ৬৬

৫.৪ আইন ও বিধি ৬৭

৫.৫ নীতি ও পরিকল্পনা ৬৭

৫.৬ লক্ষ্য ৬৭

৫.৭ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক ৬৮

৬.১ পটভূমি ৭৮

৬.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ ৭৮

৬.৩ পরিকল্পনা ও নীতি ৭৮

৬.৪ লক্ষ্য ৭৯

৬.৫ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক ৮০

৭.১ লক্ষ্য ৮৫

৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৮৫

৭.৩ বাস্তবায়ন কৌশল ৮৫

৭.৩.১ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বাস্তবায়ন ৮৫

৭.৩.২ আইনি সুরক্ষা, আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ৮৬

৭.৩.৩ দক্ষতা বৃদ্ধি ৮৬

৭.৩.৪ সমন্বয় ও সহযোগিতা ৮৬
৭.৩.৫ অর্থায়ন ৮৭
৭.৩.৬ পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৮৭
৭.৪ গবেষণা ৮৭
৭.৫ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগসমূহ ৮৮
৭.৫.১ আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ ৮৮
৭.৫.২ জাতীয় উদ্যোগসমূহ ৯০

# প্রথম অধ্যায়

# প্রথম অধ্যায়

## নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত

### ১.১ পটভূমি

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিশ্বব্যাপী সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এসব সহিংসতার ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি ছাড়াও সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এসব সহিংসতার বেশিরভাগ ঘটে থাকে পারিবারিক পরিমন্ডলে। সময়ের সাথে সাথে সহিংসতার ধরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমানে নারী ও শিশুরা শুধু ঘরেই নয় বরং বাইরেও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক উভয় ধরনের সহিংসতায় নারী ও শিশুর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জাতিসংঘের ২০০৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি ৩ জনের একজন নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৪ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উপর পরিচালিত একটি জরীপে দেখা যায় যে, শতকরা ২০ হতে ৬৫ ভাগ স্কুলগামী শিশু মৌখিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।[২] ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিশুশ্রমে নিয়োজিত রয়েছে ২১৮ মিলিয়ন শিশু। এর মধ্যে ১২৬ মিলিয়ন শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।[৩] শারীরিক নির্যাতন ও কটুক্তি বা গালমন্দের মতো নিগ্রহের কারণে বিশ্বে কিশোর বয়সী ১৫ কোটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হচ্ছে।[৪]

সরকারি, বেসরকারি, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার আলোচনায় নানাবিধ প্রত্যয় ও ধারনাকে সংজ্ঞায়িত করেছে। জাতিসংঘের সংজ্ঞায় নারীর প্রতি সহিংসতাকে, "ঘরে বা বাইরে যে কোন ধরনের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমূলক আচরণ অর্থাৎ শারীরিক, যৌন, অথবা মানসিকভাবে ক্ষতিকারক ও কষ্টদায়ক, এবং এসব আচরণের ভীতি প্রদর্শন, জোর খাটানো অথবা স্বাধীনতা খর্ব বা হস্তক্ষেপ" বোঝায়।[৫] বাংলাদেশ উন্নয়নের ধারায় জেন্ডার সমতা অর্জনে দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। সমাজে ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটেছে। এই ধারাবাহিকতায় "উন্নয়নে নারী" (ডওউ) তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে "জেন্ডার এবং উন্নয়ন" (এঅউ) - এই উন্নয়নের ধারাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।[৬] নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উপরোল্লিখিত জেন্ডার এবং উন্নয়ন এর কাঠামোগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীর অগ্রগতি তথা সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতা প্রতিষ্ঠায় জেন্ডার বিষয়টি জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। জেন্ডার সমতা অর্জন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুরুষের সংবেদনশীল ভূমিকা একান্ত জরুরী। তাই এই জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুরুষের ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন যা জেন্ডার এবং উন্নয়নের প্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৭]

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস (বিবিএস) নারীর প্রতি সহিংসতার গবেষণায় যেসব নির্যাতনের ধরণগুলোকে নারীর প্রতি সহিংসতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে তা হলো, শারীরিক, যৌন, অর্থনৈতিক, আবেগজনিত নির্যাতন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ।[৮] বিবিএস এর জরিপে ৭২.৬% বিবাহিত নারী জীবনে অন্তত একবার এগুলোর এক বা একাধিক ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২০১৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালিত বৈশ্বিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সারা বিশ্বে শতকরা ৩৫ ভাগ নারী শারীরিক বা যৌন অথবা উভয় নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদের একান্ত ঘনিষ্ঠজনের হাতে অথবা অপরিচিতদের কাছ থেকে।[৯] সহিংসতার শিকার হলে অথবা সহিংস আক্রমণের ভয় থাকলে, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ পরিচিতি, ভৌগলিক অবস্থান, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, বৈবাহিক অবস্থা, সেক্সুয়াল ডাইভারসিটি ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল নারী ও শিশু সমান গুরুত্বের সাথে সরকারিভাবে আইনি সহায়তা এবং সুরক্ষা পেয়ে থাকে।[১০]

---

১ ইউনাইট টু এন্ড ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন জাতিসংঘ মহাসচিব পরিচালিত ক্যাম্পেইন ।

২ এনালাইসিস প্রোভাইডেড টু দা স্টাডি বাই গ্লোবাল স্কুল-বেইজড হেলথ্ সার্ভে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

৩ দি এন্ড অফ চাইল্ড লেবার: উইথ ইন গ্লোবাল রিপোর্ট (জেনেভা, আন্তর্জার্তিক শ্রম সংস্থা), ২০০৬।

৪ ইউনিসেফ।

৫ ইউনাইটেড নেশনস ডিকলারেশন অন দা এলিমিনেশন অফ দা ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন, নিউইয়র্কঃ ইউএন, ১৯৯৩, এসেনশিয়াল সার্ভিসেস প্যাকেজ ফর উইমেন এন্ড গার্লস সাবজেক্ট টু ভায়োলেন্স; কোর এলিমেন্টস এন্ড কোয়ালিটি গাইডলাইনস, ইউএনএফপিএ, ইউএন উইমেন, ইউএনওডিসি এন্ড ডাব্লিউএইচও, ২০১৫।

৬ দি উইমেন, জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট রিডার, এডিটেড বাই নলিনি বিশ্বনাথন, লিন ডুগান, ন্যান উইগেরাজমা, লরি নিসনফ, ইউপিএল ১৯৯৭।

৭ শিক্ষা কোষ, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রকাশনা সহযোগিতায় সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন, ঢাকা ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৮৫।

৮ রিপোর্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন সার্ভে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৫।

৯ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, গ্লোবাল এবং রিজিওনাল এস্টিমেস্টস অব ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন, পৃষ্ঠা ১২, ২০১৩।

১০ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর এডোলেসেন্ট হেলথ ২০১৭-২০৩০ (সেবা গ্রহীতাদের যোগ্যতার পরিমাপক), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

## ১.২ বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস (বিবিএস) এর রিপোর্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন সার্ভে ২০১৫ অনুযায়ী দেখা যায়, ২৭.৮ শতাংশ নারী সারাজীবনে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বিগত ১২ মাসে ৬.২ শতাংশ নারী বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ১১ একই গবেষণায় যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ নারী সারাজীবনে অন্তত একবার স্বামী ছাড়া অন্য ব্যক্তির হাতে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ইউনিসেফের ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫-১৭ বছর বয়সী ৭.৪ মিলিয়ন শিশু কর্মে নিয়োজিত তন্মধ্যে ১.৩ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত রয়েছে। শতকরা ৪৭ ভাগ কন্যাশিশু ১৫-১৯ বছরের মধ্যে বাল্যবিবাহের শিকার হয়।

## ১.৩ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরণ

**(ক) শারীরিক নির্যাতন:** এমন কোন কাজ বা আচরণ করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বল প্রয়োগও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।[১২]

**খ) যৌন নির্যাতন:** যৌন প্রকৃতির এমন আচরণ ও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান বা সুনামের ক্ষতি ১৩হয়।
যৌন নির্যাতনের ধরণ:

- **ধর্ষণ:** যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত [ষোল বৎসরের] অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া অথবা [ষোল বৎসরের] কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।[১৪]

১. **যৌন হয়রানি:** মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনায় যৌন হয়রানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে-(ক) অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি বা ঈঙ্গিতে) যেমন শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরণের প্রচেষ্টা; (খ) প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে, কর্তৃত্ব বা পেশাগত ক্ষমতার অপব্যবহার করে যৌন সম্পর্কের উদ্দেশ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা; (গ) যৌন হয়রানী বা নিপীড়নমূলক উক্তি; (ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন; (ঙ) পর্নোগ্রাফি দেখানো; (চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গী; (ছ) অশালীন অঙ্গভঙ্গী ও ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উক্ত্যক্তকরণ, উত্যক্ত এবং যৌন হয়রানি করার অভিপ্রায়ে অনুসরণ করা ও যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা; (জ) যৌনইঙ্গিতপূর্ণ. চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরী, শ্রেণিকক্ষ বা বাথরুমের দেয়ালে লেখা; (ঝ) ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্রহননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা; (ঞ) যৌন পরিচয় বা যৌন হয়রানির অজুহাতে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া; (ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; (ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা এবং (ড) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে যৌন হয়রানি (যেমন:- ফেইসবুক, ইমো, হোয়াটস অ্যাপ, ভাইবার ইত্যাদি অ্যাপস্ এর মাধ্যমে যৌন হয়রানি বা উদ্দীপক যে কোন ধরণের এসএমএস, ফোন, ভিডিও, আপত্তিকর ছবি পোস্ট, পর্নোগ্রাফি, যৌন আনুগত্যের অনুরোধ ইত্যাদি) ক থেকে ড পর্যন্ত বর্ণিত আচরণসমূহ কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর জন্য অপমানজনক যা স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য হুমকি স্বরূপ হতে পারে । কোন নারী যদি এ ধরণের আচরণের শিকার হন এবং যদি তিনি মনে করেন যে, এই বিষয় প্রতিবাদ করলে তার বা যেখানে তিনি আছেন সেখানকার পরিবেশ তার জন্য বাঁধা বা বৈরী হতে পারে তা হলে উক্ত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা হুমকিসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে।[১৫] মহামান্য হাই কোর্টের ২০১০ সালের নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত নির্দেশনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় যুক্ত হয়েছে-

(১) যৌন আবেদনময়ী মুখের অভিব্যক্তি। (২) যৌন আনুগত্যের অনুরোধ বা আকাঙ্খা।[১৬]

১১ রিপোর্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন সার্ভে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৫।
১২ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
১৩ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
১৪ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।
১৫ কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি রীট পিটিশন নং- ৫৯১৬/২০০৮।
১৬ নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি রীট পিটিশন নং- ৮৭৬৯/২০১০।

গ) **মানসিক নির্যাতন:** মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোন উক্তি করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়; হয়রানি অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশের উপর হস্তক্ষেপ।[১৭]

ঘ) **পারিবারিক নির্যাতন:** পারিবারিক নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "সকল ধরনের শারীরিক, যৌন, মানসিক অথবা অর্থনৈতিক নির্যাতন যেগুলো বৃহত্তর পারিবারিক পরিমন্ডলে, অথবা একক পরিবারে, অথবা প্রাক্তন বা বর্তমান স্বামী/স্ত্রী/সঙ্গীর মাধ্যমে ঘটে থাকে; নির্যাতনকারী এবং নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি একই গৃহে বসবাস করতে পারে অথবা নাও করতে পারে"।[১৮]

ঙ) **দগ্ধ নির্যাতন:** যে কোন দাহ্য পদার্থ যেমন গরম পানি, গরম পদার্থ, চুলার আগুন, সিগারেটের ছ্যাঁকা, কেরোসিন তেল, কুপির আগুন ইত্যাদি দ্বারা নির্যাতন।

চ) **এসিড নির্যাতন:** এসিড অর্থ গাঢ়, তরল অথবা মিশ্রণসহ যে কোনো প্রকার সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ফসফরিক এসিড, কষ্টিক পটাশ, কার্বলিক এসিড, ব্যাটারী ফ্লুইড (এসিড), ক্রোমিক এসিড ও এ্যাকোয়া-রেজিয়া, এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এসিড জাতীয় এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি। এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ এসিড আক্রমনের ফলে বা অন্য কোনভাবে এসিড দ্বারা শারীরিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি।[১৯]

ছ) **আত্মহত্যায় প্ররোচনা:** নারীকে হত্যা করার পরিকল্পনা মাথায় রেখে সম্ভাব্য হত্যাকারী এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে নারী নিজেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এগুলো প্রধানত হয়ে থাকে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা, আশপাশের এলাকার ব্যক্তিবর্গ এবং নেতিবাচক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা।

জ) **অর্থনৈতিক নির্যাতন:** আইন বা প্রথা অনুসারে বা কোন আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা; বিবাহের সময় প্রাপ্ত উপহার বা স্ত্রীধন বা অন্য কোন দান বা উপহার হিসাবে প্রাপ্ত কোন সম্পদ হইতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাঁধা প্রদান; সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মালিকানাধীন যেকোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; অথবা পারিবারিক সম্পর্কের কারণে যে সকল সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধাতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যবহার বা ভোগ-দখলের অধিকার রহিয়াছে উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান।[২০]

ঝ) **অপহরণ এবং মুক্তিপণের জন্য অপহরণ:** পেনাল কোড এর ৩৬৬ ধারার সংজ্ঞা, "যে কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য করা যেতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে বা তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য করবার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কিংবা তাকে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ করা। অর্থ, সম্পদ অথবা সম্পত্তি লাভের উদ্দেশ্যে অপহরণ।

ঞ) **মানব পাচার:** ''মানব পাচার" অর্থ কোন ব্যক্তিকে- (ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া; বা (খ) প্রতারণা করিয়া বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজে লাগাইয়া; বা (গ) অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা লেনদেনপূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া; বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোন শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া।[২১]

ট) **বহুবিবাহ:** আইনের শর্তাবলী না মেনে নিজের স্বার্থে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত অথবা জোরপূর্বক বহুবিবাহ এবং স্ত্রীগণের প্রতি সমতাসূচক আচরণ না করার মতো নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়।

ঠ) **বাল্যবিবাহ:** বাল্যবিবাহ অর্থ এইরূপ বিবাহ যাহার কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে **২১** (একুশ) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোন পুরুষ এবং **১৮** (আঠারো) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো নারী।[২২]

---

[১৭] পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।

[১৮] কাউন্সিল অফ ইউরোপ কনভেনশন অন প্রিভেন্টিং এন্ড কমবেটিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এন্ড ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, চ্যাপ্টার ১, আর্টিকেল ৩, ইস্তাম্বুল,

[১৯] ২০১১। এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২।

[২০] পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।

[২১] মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২।

[২২] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭।

ড) **কর্মক্ষেত্রে, জন পরিসরে এবং গণ পরিবহনে নারীর প্রতি সহিংসতা:** কর্মক্ষেত্র২৩ এবং বাইরে নারী প্রধানত মৌখিক, শারীরিক, যৌন, এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। সিডও কমিটির ১৯৯২ সালের সভায় বলা হয়েছে, "শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনে নারীর প্রতি যৌন হয়রানির তথ্য প্রদান করবে এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ও অন্যান্য ধরনের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সহিংসতা থেকে নারীর সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিবে"২৪ যা পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্টের কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রীট পিটিশনেও উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫]

ঢ) প্রবাসে অবস্থানকালীন সময়ে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং প্রবাস হতে ফেরত নির্যাতিত নারীর সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রে তার নিজ পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের অগ্রাধিকার প্রদান।

## ১.৪ নারী ও শিশুর অবস্থার উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩ এর আলোকে নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা হলো- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার যেকোনো কাজ যা নারীর দৈহিক, যৌন অথবা মানসিক ক্ষতি বা ভোগান্তি হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার মধ্যে ভীতি প্রদর্শন, জোরপূর্বক কার্যসম্পাদন, ব্যক্তি বা সামাজিক পর্যায়ে তার স্বাধীনতা হরণ করা।২৬

দরিদ্রতা, সামাজিক রীতিনীতি, সমাজে মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন না হওয়া, নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, নারী-পুরুষের ক্ষমতার অসমতা নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার অন্যতম কারণ। অতীতে এ ধরণের সহিংসতা ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবেই গণ্য হতো। ১৯৭০ এবং ৮০ দশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে, আন্তর্জাতিক দলিল, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিশ্বের অনেক দেশেই অধিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, সহিংসতার পরিসর এবং ভয়াবহতা আজও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। পারিবারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানসিকভাবে নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড আক্রমন, দগ্ধ নির্যাতন, অপহরণ, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু,সশস্ত্র হামলায়ও নারী ও শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং প্রটোকলসমূহ নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। এর মধ্যে জাতিসংঘ প্রদত্ত ঘোষণা, রেজুলিউশন, জাতিসংঘের কনফারেন্স এবং সামিটের বিভিন্ন ডকুমেন্টস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

### ১.৪.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫ঘ)।
- গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (অনুচ্ছেদ ১৮.২)।
- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না (অনুচ্ছেদ ২৮.১)।
- রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন (অনুচ্ছেদ ২৮.২)ী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.৪)।
- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না (অনুচ্ছেদ ২৯.২)।
-

২৩ "কর্মক্ষেত্র" হচ্ছে ঘরে এবং বাইরে সব ধরনের কাজের ক্ষেত্র যা নারীর আয়ের উৎস অথবা যা তার বেঁচে থাকার নিয়ামক।

২৪ সিডও কমিটি অন দি এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন, ধারা ২৪ (জে), জেনারেল রিকমেন্ডেশন নং ১৯, ১৯৯২।

২৫ কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি রীট পিটিশন নং- ৫৯১৬/২০০৮।

২৬ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ নিম্নরূপঃ

- যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭
- ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২
- পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬
- এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

## ১.৪.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

### ক. সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮

- সমগ্র মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিৎ (ধারা ১)।[২৭]

- কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারও প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না (ধারা ৫)।

### খ. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬

- নাগরিক ও রাজনৈতিক সকল অধিকারসমূহ উপভোগ নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ নিশ্চয়তা বিধান করবে (অনুচ্ছেদ ৩)।

### গ. জরুরী অবস্থা এবং সশস্ত্র হামলায় নারী ও শিশুর সুরক্ষা ঘোষণাপত্র ১৯৭৪

- বেসামরিক অংশ বিশেষ করে নারী ও শিশুর প্রতি সকল ধরনের যন্ত্রণা, পীড়ন, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, অবমাননাকর আচরণ ও সহিংসতা নিবারণের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে (অনুচ্ছেদ ৪)।[২৮]

- সামরিক অভিযান বা যুদ্ধরত অবস্থায় নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে কারাদন্ড প্রদান, নির্যাতন, হত্যা, গণগ্রেফতার, উচ্ছেদ এবং জবরদস্তিসহ সকল ধরনের দমন, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে (অনুচ্ছেদ ৫)।

### ঘ. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯

- এই সনদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। এ সনদে ৩০টি ধারা রয়েছে, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনপূর্বক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপন্থার উপর দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- নারী পাচার ও যৌন শোষণ দমনে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ (ধারা ৬)।

### ঙ. ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটেজি ফর দি এডভান্সমেন্ট অফ উইমেন ১৯৮৫

জাতিসংঘের ১৯৮৫ সালের তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে প্রথমবারের মত নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি বিশ্বব্যাপী তুলে ধরা হয়। এই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী, সহিংসতা প্রতিরোধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া, সহিংসতার শিকার নারীকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা প্রদান, পরিবার ও সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলায় জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যক্রম চালু করার জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।[২৯]

---

২৭ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮।

২৮ জরুরী অবস্থা এবং সশস্ত্র হামলায় নারী ও শিশুর সুরক্ষা ঘোষণাপত্র ১৯৭৪।

২৯ রিপোর্ট অফ দা ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স টু রিভিউ এন্ড এপ্রেইজ দি এচিভমেন্টস অফ দি ইউনাইটেড নেশনস ডিকেড ফর উইমেনঃ প্যারা ২৫৮, নাইরোবি, ১৫-২৬ জুলাই ১৯৮৫।

### চ. শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯

এই সনদ অনুযায়ী, শিশুকে শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, আঘাত বা দুর্ব্যবহার, অবহেলা অথবা অযত্ন, যৌন নির্যাতনসহ সকল ধরনের সহিংসতা হতে রক্ষা করার জন্য তার বাবা-মা, অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র সকল ধরনের উপর্যুক্ত আইনি, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

### ছ. নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩

এই ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্র নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা হতে সুরক্ষা সাধনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। [৩০]

### জ. বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫

নারীর অগ্রগতির বৈশ্বিক ও জাতীয় দিকনির্দেশনা বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নারীর অগ্রগতির পথে মূল প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ যেমন: ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল এবং নারী নির্যাতনসহ ১২টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয়। [৩১]

### ঝ. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের অপশনাল প্রটোকল ১৯৯৯

নারীর সকল ধরনের মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা পুর্ণভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রটোকল গ্রহণ করবে এবং তা লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[৩২]

### ঞ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ ২০০৬[৩৩]

- শরিক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার এবং এই প্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা ৬.১)।

- এই সনদে উল্লেখিত সকল মানবাধিকার ও স্বাধীনতা যেন প্রতিবন্ধী নারীরা পূর্ণমাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী নারীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা ৬ .২)।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে বাইরে লিঙ্গ নির্বিশেষে সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য শরিক রাষ্ট্র সকল যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা ১৬.১) ।

### ট. কমিশন অন স্ট্যাটাস অফ উইমেন এর ৫৭ তম অধিবেশন ২০১৩ এর কার্যবিবরণী

প্রতিবন্ধী নারী এবং কন্যা শিশুর অধিকার সুরক্ষায় যথাযথ আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা কারন তাদের কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গৃহে এবং অন্যান্য স্থানে সকল প্রকার সহিংসতা এবং নিপীড়ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশী (প্যারা-জিজি)।[৩৪]

### ঠ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট[৩৫]

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ৫ সরাসরি নারীর প্রতি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১১ ও ১৬ লক্ষ্যমাত্রাতেও নারীর প্রতি বৈষম্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

- সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো (লক্ষ্যমাত্রা ৫.১)
- পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্য সব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা সহ ঘরে বাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান (লক্ষ্যমাত্রা ৫.২)

৩০ নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩।
৩১ বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫
৩২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের অপশনাল প্রোটোকল ১৯৯৯।
৩৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ ২০০৬।
৩৪ এগ্রিড কনক্লুশনস, কমিশন অন দা স্ট্যাটাস অফ উইমেন ২০১৩।
৩৫ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট।

- শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রথার অবসান (লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩)।

- সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যাকার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং খানা ও পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব পালনকে উৎসাহিত করা (লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪)।

- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ, অর্থবহ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা (লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫)।

- জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং এদের পর্যালোচনামূলক সম্মেলনসমূহের ফলাফল-দলিলের আলোকে স্বীকৃত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা (লক্ষ্যমাত্রা ৫.৬)।

- বিদ্যমান জাতীয় আইন-কানুনের আলোকে, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন (লক্ষ্যমাত্রা ৫.ক)।

- নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো (লক্ষ্যমাত্রা ৫.খ)।

- সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষ সমতা আনয়নে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইনি বিধান প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা (লক্ষ্যমাত্রা ৫.গ)।

- জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানব পাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো (লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭)।

- সর্বশেষ ১২ মাসের মধ্যে লিঙ্গ, বয়স, অসামর্থ্যের ধরন ও সংঘটনস্থল ভেদে শারীরিক বা যৌন হয়রানির শিকার জনগোষ্ঠীর অনুপাত (লক্ষ্যমাত্রা ১১.৭.২)।

- সর্বত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১)।

- শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.২)।

## ১.৪.৩ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে জাতিসংঘের উদ্যোগ

জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (ওঈচউ) ১৯৯৪ এ প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এর সাথে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হয়।[৩৬]

কমিশন অন দা স্ট্যাটাস অফ উইমেন (ঈঝড) এর ৫৭ তম অধিবেশন ২০১৩ এর কার্যবিবরণীতে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি দেশে বিরাজমান সকল প্রকার সহিংসতাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান সমস্যা সাইবার স্টকিং, সাইবার বুলিং, নারীর প্রতি সহিংসতাজনিত হত্যা এবং জন পরিসরে নিরাপত্তা বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই কার্যবিবরণীতে আরও রয়েছে যে, যেসকল নারী এবং কন্যাশিশু বহুমাত্রিক বৈষম্যের শিকার তাদের সহিংসতার ঝুঁকি তুলনামুলকভাবে অনেক বেশী থাকে। এসব নারী ও শিশুর জন্য বিশেষ ধরণের পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।[৩৭]

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- নারী ও পুরুষের সমতা, যৌন এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ, বৈষম্যহীনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিকার ও প্রতিরোধ, জোরপুর্বক বিচ্যুত জনগোষ্ঠীর (যেমন-রোহিঙ্গা) মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা এবং নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।[৩৮]

---

৩৬ এন্ডিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এন্ড গার্লসঃ প্রোগ্রাম এসেনশিয়াল, জুন ২০১৩।

৩৭ এগ্রিড কনক্লুশনস, কমিশন অন দা স্ট্যাটাস অফ উইমেন ২০১৩।

38 The ICESCR Concluding observations on the initial report of Bangladesh: UNFPA Bangladesh's possible areas of advocacy.

## ১.৫ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ রয়েছে। যেমন- নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারী-বান্ধব হাসপাতাল কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, বাংলাদেশ পুলিশ এবং অন্যান্য।

## ১.৬ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায়নেরপ্রণ যৌক্তিকতা

১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এর ১২৪ (জে) অনুচ্ছেদে সকল স্তরে নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।৩৯ ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণার ধারা ৪ (ই) এ নারীর প্রতি যে কোন ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।৪০ এছাড়া, সিডও প্রতিবেদনের ২০১৩ সুপারিশমালার সমাপনী পর্যবেক্ষণের ২০ নং অনুচ্ছেদে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার প্রদান এবং এ লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ যেমন নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।৪১ নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে ২০০৮ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযানের ২নং লক্ষ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে একটি বহুমুখী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।৪২ ২০০৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কার্যবিবরণীর ৬১/১৪৩ এ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূরীকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক একটি শক্তিশালী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।৪৩

বর্তমান সরকার জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সুসংহত করতে জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট প্রণয়ন করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধিসহ নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি, বৈষম্য বন্ধ এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে গৃহীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হলো নারীর ক্ষমতায়ন। শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে শিশু আইন, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে সরকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। সরকারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়ের লক্ষ্যে এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়।

## ১.৭ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) প্রণয়ন প্রক্রিয়া

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০১৫-২০৩০ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জেন্ডারসমতাসহ নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক আলোকে সংশোধন করার প্রয়োজন হয়। কর্মপরিকল্পনাটি সংশোধনের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে ময়মনসিংহ এবং সিলেটে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পর্যায়ে কুষ্টিয়া, নাটোর এবং কক্সবাজার এবং উপজেলা পর্যায়ে নীলফামারী সদর ও ধর্মপাশায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, আইনজীবি, বেসরকারী সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিয়াম ফাউন্ডেশনে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি প্রধান

৩৯ বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫।
৪০ নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩
৪১ সিডো সুপারিশমালার ২০ নং অনুচ্ছেদে সমাপনী পর্যবেক্ষণ ২৭ আগষ্ট ২০১৩।
৪২ ইউনাইট টু এন্ড ভাও ক্যামপেইন ২০০৮।
৪৩ হ্যান্ডবুক ফর ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান্স অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ২০১২।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, নাগরিক সমাজ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনাটি সংশোধন করা হয়। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারী সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সংগঠনসমূহ সমন্বিতভাবে এই কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিগত ১৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি: তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি এর সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাপ্ত এবং পরবর্তীতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুপারিশ ও মতামতের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়।

## ১.৮ ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

| | |
|---|---|
| **ভিশন:** | ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠন। |
| **মিশন:** | নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রতিকার ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গকে উদ্বুদ্ধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। |
| **লক্ষ্য:** | বহুমাত্রিক সমন্বিত কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। |

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ:

১. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে আইন ও নীতিমালা সময়োপযোগী এবং কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।
২. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
৩. নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও টেকসইকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
৪. নারী ও শিশুর সুরক্ষা এবং উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
৫. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর পুনর্বাসন এবং সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ।
৬. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রমকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
৭. সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

## ১.৯ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সীমা

**কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নকাল**

- প্রথম পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর স্বল্পমেয়াদ;
- দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২৫-২৬ অর্থবছর মধ্যমেয়াদ; এবং
- তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২৯-৩০ অর্থবছর দীর্ঘমেয়াদ।

**কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক সংস্থান:**

- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার অর্থানুকূলে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:**

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর বিবেচনা করা হবে। পরবর্তী বছরসমূহে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরণ ও মাত্রার উপর বার্ষিক ও সাময়িক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হবে।
- প্রত্যেক পর্বের শেষে পরিচালিত নিবিড় মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজন বিবেচিত হলে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সংশোধন করা হবে।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন সময়ে সরকারি পর্যায়ে প্রণীত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

## ১.১০ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কৌশল

### ১.১০.১ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ

- সকল নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী এবং বালক-বালিকাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ।
- মিডিয়া, বিজ্ঞাপন এবং জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সামাজিক ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন।
- সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ।
- জেন্ডার ও শিশু অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও নীতিসমূহ প্রাথমিক হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ।
- আইন ও নীতিমালার সময়োপযোগী ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষা উপকরণসমূহ নারী ও শিশু বান্ধবকরণ।
- তথ্য প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

### ১.১০.২ নারী ও শিশুকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানব সম্পদ। নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের জন্য পরিবারের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর পূর্বশর্ত হলো:-

- শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং কর্মসংস্থানে নারীদের ব্যাপক প্রবেশ নিশ্চিতকরণ এবং নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এতদসংক্রান্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- পরিবারে এবং সমাজে নারীর জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি ।
- নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের জন্য পরিবারের সদস্যদের আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা প্রদান।
- নারীর জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ শিশু ও কিশোরীদের কারিগরী শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও নারী অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।
- তথ্য প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

### ১.১০.৩ নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি

- নারী ও শিশুর ক্ষমতায়নের জন্য কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ।
- নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজে নেতৃস্থানীয় হিসেবে তাদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# আইনি ব্যবস্থা ও আইনগত সহায়তা

## ২.১ পটভূমি

বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ), আইন ২০১৪, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ প্রভৃতি। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নারী সহায়তা কেন্দ্র, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, ন্যাশনাল টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯, মোবাইল অ্যাপস জয়, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং এর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা, নতুন আইন প্রণয়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নতুন ধারা প্রবর্তন জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

## ২.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫ ঘ)।
- গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (অনুচ্ছেদ ১৮.২)।
- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ২৩, ২৫ এবং ২৭)।
- রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন (অনুচ্ছেদ ১৯, ২১, ২৮.১, ২৮.২, ২৯ এবং ৩৩)।
- নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.৪)।
- আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার ...(অনুচ্ছেদ ৩১)।

## ২.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

### ক) মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮[৪৪]

কারও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশীমত হস্তক্ষেপ কিংবা তার সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরণের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে (ধারা ১২) ।

- ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণবয়স্ক নর-নারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিয়ে, দাম্পত্য জীবন এবং বিবাহ বিচ্ছেদে তাদের সামাজিক অধিকার থাকবে (ধারা ১৬.১) ।
- বিয়েতে ইচ্ছুক নর-নারীর স্বাধীন এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে (ধারা ১৬.২) ।

### ক) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯[৪৫]

- নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ, যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ২ খ)।

---

৪৪ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮

৪৫ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯

- পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালত, তিন পার্বত্য জেলায় পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোনো বৈষম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ২গ)।

- শরিক রাষ্ট্রসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরনের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ৬)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমকক্ষ হিসাবে বিবেচনা করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১)।
- শরিক রাষ্ট্রসমুহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদন ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন সংক্রান্ত সকল চুক্তি ও যে কোনো ধরণের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৩)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত
- আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৪)।
- শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিয়ে এবং পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ এবং নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৬)।

### খ) শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯

মা-বাবা অথবা শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্বে রয়েছে এমন লোকের দ্বারা শিশুর শারীরিক অথবা মানসিক অত্যাচার, দুর্ব্যবহার কিংবা অন্য কোন ধরণের অত্যাচার যেমন যৌন পীড়ন ইত্যাদির হাত থেকে রাষ্ট্র শিশুকে রক্ষা করবে। সকল অত্যাচার রোধের জন্য এবং যে সকল শিশু এ ধরনের অত্যাচারের শিকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য রাষ্ট্র যথাযথ সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৯)।[৪৬]

### গ) ইউনাইটেড ন্যাশনস রুলস ফর দা প্রোটেকশন অফ জুভেনাইল ডিপ্রাইভড অফ দেয়ার লিবার্টি ১৯৯০ (হাভানা রুলস)

কিশোর বিচার ব্যবস্থায় কিশোর-কিশোরীর অধিকার ও নিরাপত্তাসহ তাদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে (১)।[৪৭]

### ঘ) নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩

এই ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্র নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা থেকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে (ধারা ৪ ঙ)।[৪৮]

### ঙ) বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন ১৯৯৫

নারীর অগ্রগতির বৈশ্বিক ও জাতীয় দিকনির্দেশনা বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নারীর অগ্রগতির পথে মূল প্রতিবন্ধকতা যেমন: ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল এবং নারী নির্যাতনসহ ১২টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয়। বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা ১২২-১৩০ অনুচ্ছেদে নারী নির্যাতনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

### চ) ওয়াসট ফরম অফ চাইল্ড লেবার কনভেনশন (নং-১৮২) ১৯৯৯

যৌন বা পর্নোগ্রাফি কাজে শিশুকে ব্যবহার করা বা প্রস্তাব করা থেকে বিরত রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩. বি)।[৪৯]

### ছ) সার্ক কনভেনশেন অন প্রিভেন্টিং এ্যান্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন ফর প্রসটিটিউশন, ২০০২

- রাষ্ট্র আইন ও বিচার বিভাগীয় সংস্থাসমূহকে সনদের আওতাভুক্ত নারী ও শিশু পাচার অপরাধ বিষয়ক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সংবেদনশীল করবে। (অনুচ্ছেদ ৮.২)।

৪৬ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯।
৪৭ ইউনাইটেড ন্যাশনস রুলস ফর দা প্রোটেকশন অফ জুভেনাইল ডিপ্রাইভড অফ দেয়ার লিবার্টি ১৯৯০ (হাভানা রুলস)।
৪৮ নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩।
৪৯ ওয়াসট ফরম অফ চাইল্ড লেবার কনভেনশন (নং-১৮২) ১৯৯৯।

## ২.৪ পরিকল্পনা ও নীতি

### ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৫০]

- নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা (ক্রমিক ১৭.৩)।
- বাল্যবিবাহ, কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা (ক্রমিক ১৮.১)।
- সহিংসতার শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা (ক্রমিক ১৯.৩)।
- নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন করা (ক্রমিক ১৯.৪)।
- বিচার ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা (ক্রমিক ১৯.৬)।
- নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা (ক্রমিক ১৯.৭)।

### খ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

- শিশুদের জন্য অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা (ক্রমিক ৫.৫)।[৫১]
- শিশু অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা (ক্রমিক ৫.৭)।[৫২]

### গ) জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০

- ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করা (ক্রমিক ৫.১)।
- শারীরিক ও মানসিক এবং যৌন নির্যাতন না করা (ক্রমিক ১০.ক)।

### ঘ) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩

- কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা। বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা (ক্রমিক ৪ (ক) ৭)।

### ঙ) গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫

- নিয়োগকারী, তার পরিবারের সদস্য বা আগত অতিথিদের দ্বারা কোন গৃহকর্মী কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন যেমন অশ্লীল আচরণ, যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক আঘাত অথবা ভীতি প্রদর্শনের শিকার হলে দেশে প্রচলিত আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা (ক্রমিক ৭.১০ খ)।

## ২.৫ আইন, বিধি ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

### ২.৫.১ আইন ও বিধি

### ক) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭[৫৩]

- জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা (ধারা ৩)।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃক বাল্যবিবাহ বন্ধ করা (ধারা ৪)।
- প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে অনধিক ২ বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রদান (ধারা ৭(১))।
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে অনধিক ১ মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তি প্রদান (ধারা ৭(২))।
- বিবাহের বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট অথবা পাসপোর্ট আইনগত দলিল বিবেচনা (ধারা ১২)।

---

৫০ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১।
৫১ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১।
৫২ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১।
৫৩ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭।

### খ) বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮

জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থ যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিসমূহের মাসিক প্রতিবেদন এবং মুচলেকা ফরম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### গ) যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮

যদি বিবাহের কোন এক পক্ষ যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করেন অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করেন বা যৌতুকে প্রদান বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি করেন, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাচঁ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ বৎসর কারাদণ্ড আ অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন (ধারা ৪)।[৫৪]

### ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সংগঠিত অপরাধের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন (ধারা ৯.২)।

### ঙ) এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২

এসিড অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমন করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন। যদি কোন ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে (ধারা ৪)।[৫৫]

### চ) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২

এসিডের আমদানী, উৎপাদন, পরিবহন, মজুত, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়কারী দাহ্য পদার্থ হিসেবে এসিডের অপব্যবহার রোধ, এবং এসিড দ্ধারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৫৬]

### ছ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে মহিলা নিযুক্ত থাকিলে, তিনি যে পদমর্যাদারই হোন না কেন, তার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য কেহ এমন কোন আচরণ করিতে পারিবেন না যাহা অশ্লীল কিংবা অভদ্রজনোচিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিংবা যাহা উক্ত মহিলার শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী (ধারা ৩২২)।[৫৭]

### জ) নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯

- নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯ অনুযায়ী Citizenship Act, 1951 (Act of II of 1951) এর section 5 এ “father” শব্দ, তিনবার উল্লিখিত, এর পরিবর্তে “father or mother” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।
- বাংলাদেশে সন্তানের পরিচিতির সকল ক্ষেত্রে পিতার নামের পাশাপাশি বাধ্যতামূলকভাবে মাতার নামও উল্লেখ করতে হবে মর্মে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৭/০৮/২০০০ ইং তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

### ঝ) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের তফসিলে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ৫০৯ ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৬ নং আইন) এর মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিলভুক্ত করা হয়।

### ঞ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

পারিবারিক সহিংসতা বলিতে পারিবারিক সম্পর্ক রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতিকে বুঝাইবে (ধারা ৩)।

### ট) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন। কোন ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বা যৌন শোষণ

---

[৫৪] যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮।

[৫৫] এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২।

[৫৬] এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২।

[৫৭] বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬।

বা নিপীড়নসহ এই আইনের ধারা ২(১৫) এ বর্ণিত অন্য কোন শোষণের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করিয়া রাখিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১০(দশ) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন (ধারা ১০.১)।[৫৮]

### ঠ) পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২[৫৯]

- কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি উৎপাদন করিলে বা উৎপাদন করিবার জন্য অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করিয়া চুক্তিপত্র করিলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য করিলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে কোন প্রলোভনে অংশগ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থির চিত্র, ভিডিও চিত্র বা চলচ্চিত্র ধারণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং ২ লক্ষ (দুইলক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন (ধারা ৮.১)।

- কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে ব্যবহার করিয়া পর্নোগ্রাফি উৎপাদন, বিতরণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অথবা শিশু পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, সরবরাহ বা প্রদর্শন অথবা কোন শিশু পর্নোগ্রাফির বিজ্ঞাপন প্রচার করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১০ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন (ধারা ৮.৬)।

### ঠ) শিশু আইন, ২০১৩

- কোন ব্যক্তি যদি তাহার হেফাযতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থান পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে ব্যবহার বা অশালীনভাবে প্রদর্শন করে এবং এইরূপভাবে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যা বা প্রদর্শনের ফলে উক্ত শিশুর অহেতুক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা স্বাস্থ্যের এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় বা কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন (ধারা ৭০) ।

### ড) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।৬০ প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব এবং পারিবারিক সহিংসতার তথ্য বিবরণী, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে তথ্য প্রদানকারীর বিবরণ, পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাসহ বিভিন্ন ফরম, রেজিস্টার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

### ঢ) ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪[৬১]

- ডিএনএ প্রোফাইল সম্বলিত রিপোর্ট আদালতের কার্যধারায় গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে (ধারা ৩৭)।

### ণ) ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) বিধিমালা, ২০১৮

- ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, প্রবেশাধিকার, ডাটাবেইজ সংরক্ষণ, ডিএনএ ল্যাবরেটরী কারিগরি কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন ফরম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

### থ) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

- যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন বা করান, যাহা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে বা অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অথবা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় বা ঘটিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ (ধারা ৩১.১)। ৬২

কর্মস্থল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধকল্পে আদালত নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা সরকারি/বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ: যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম করা; যৌন হয়রানির ক্ষতি সম্পর্কে অভিযোগ কমিটি গঠন করে তদন্ত এবং অভিযোগকারীর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা, যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫৮ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২।
৫৯ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২।
৬০ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩।
৬১ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪।
৬২ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮।

## ২.৫.২ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

- **যৌন হয়রানি** [৬৩]
  কর্মস্থল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধকল্পে আদালত একটি নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নীতিমালা সরকারি/বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। এই নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ: যৌন হয়রানির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা; যৌন হয়রানির ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

- **নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি**[৬৪]
  ইভটিজিং বা উত্যক্তকরণ শব্দাবলী ব্যবহার করা যাবে না। উহার পরিবর্তে এখন থেকে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারি সংস্থা/অফিস এবং প্রচার মাধ্যমে তথাকথিত ইভ টিজিং বা উত্যক্তকরণ/হয়রানিমূলক ঘটনা বুঝাতে ''যৌন হয়রানি" বা "সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট" শব্দাবলী ব্যবহৃত হবে।

- **ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান** [৬৫]**অবৈধ**
  বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদানের জন্য দোষী ব্যক্তি এবং তার সহযোগীদেরকে দন্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা এবং প্রচলিত অন্যান্য আইনে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া। (২) সমগ্র দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহ বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান প্রতিরোধের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে তাদের আওতাধীন এলাকায় ফতোয়ার নামে উক্তরূপ ঘটনা না ঘটতে পারে। যদি তাদের আওতাধীন এলাকায় উক্তরূপ ঘটনা ঘটে তা হলে তারা সংশ্লিষ্ট অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (৩) স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সকল ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহকে এই মর্মে অবহিত করবে যে, বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান সংবিধান বহির্ভূত এবং আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য। সরকার এই মর্মে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে যে, বিচার বর্হিভূত শাস্তি প্রদান বেআইনি এবং প্রকারান্তরে এটি দন্ডযোগ্য অপরাধ। (৪) সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষভাবে মাদ্রাসাসমূহের সিলেবাসে বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করবে যাতে সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত হতে পারে। একইসাথে ইসলামী শরীয়া/ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান নিরুৎসাহের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

- **ফতোয়া মানতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না**[৬৬]
  ----------(২) যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দিতে পারবেন, যা কেবল স্বতঃস্ফুর্তভাবে গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। (৩) এমন কোনভাবে ফতোয়া দেওয়া যাবে না, যাতে দেশের প্রচলিত আইন মেনে কোন ব্যক্তির অর্জিত সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। (৪) ফতোয়ার নামে কাউকে শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

- **বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশ**
  আইনে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে ২০/০৬/২০১২ তারিখের ৪৭৮১/২০১২ রীটের আদেশ অনুযায়ী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৩/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়: (ক) মুসলিম নর-নারীর বিয়ে এবং নিকাহ্ রেজিস্ট্রিকরণে জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করা। (খ) অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকাহ্ রেজিস্ট্রি করা থেকে বিরত থাকা।[৬৭]

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র**
  শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২১ এপ্রিল ২০১১ তারিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করে।[৬৮]

## ২.৬ লক্ষ্য

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমান আইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা।

---

৬৩ হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮।
৬৪ হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং ৮৭৬৯/২০১০।
৬৫ হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং ৫৮৬৩/২০০৯ ও হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং ৭৫৪/২০১০/৪২৭৫/২০১০।
৬৬ হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং ৪২৭৫/২০১০।
৬৭ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশ ১৩/০৮/২০১২।
৬৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ২১ এপ্রিল, ২০১১।

## ২.৭ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক

| বর্তমান কার্যক্রম | ভবিষ্যৎ কর্মসূচি | সময়সীমা | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ |
|---|---|---|---|
| **আদালত ও ট্রাইবুন্যাল** | | | |
| ক) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল | • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br><br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |
| | • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালসমূহ নারী ও শিশু বান্ধব এবং প্রতিবন্ধী সহায়ক করা।<br>• কোর্টে মহিলা ও শিশুদের জন্য পৃথক অপেক্ষাগার স্থাপন করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • ট্রাইব্যুনালের বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনার পর তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।<br>• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে ডাটাবেইজ তৈরি করা।<br>• মামলা দায়েরের পর মামলা পরিচালনাকালে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।<br>• প্রতি জেলায় ১টি করে সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| খ) এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল | • এসিড দমন ট্রাইব্যুনালসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| গ) পারিবারিক আদালত | • পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ |
| | • মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • পারিবারিক আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি চালু করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • প্রতিবন্ধীসহ সকল নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি চালু করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| ঘ) ভ্রাম্যমাণ আদালত | • যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দেশের প্রতিটি উপজেলায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| | • প্রতিটি উপজেলায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা। | মধ্যমেয়াদী | |
| ঙ) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট | • যে সব ফৌজদারী মামলার সাথে নারী ও শিশু জড়িত সেসব বিশেষ বিবেচনায় নিষ্পত্তি করা।<br>• মামলা পরিচালনার সময় সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা |
| | • নারী ও শিশুর মামলা পরিচালনায় প্রয়োজনে ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা। | স্বল্পমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| চ) শিশু আদালত | • অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশুদের বিচারকার্য দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা।<br>• আদালতে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ছ) গ্রাম্য আদালত | • স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত গ্রাম্য আদালত পরিচালনা করা।<br>• আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী<br>স্বল্পমেয়াদী | |
| **আইন ও বিধিবিধান** | | | |
| ক) যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮<br>খ) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮<br>গ) বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮<br>ঘ) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭<br>ঙ) শিশু আইন, ২০১৩<br>চ) তথ্য ও প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০১৩<br>ছ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ | • আইনসমূহ পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করা।<br>• আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।<br>• বিভিন্ন পেশাজীবীকে আইন সম্পর্কে অবহিত করা।<br>• তৈরি পোশাক কারখানায় নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের যৌন হয়রানি বিষয়ক ২০০৯ এবং ২০১১ সালের রীট এর রায় বাস্তবায়ন করা।৬৯<br>• সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তৈরি পোশাক কারখানাসহ সকল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ২০০৯ সালের নির্দেশনা অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক অভিযোগ কমিটি গঠন করা।<br>• হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা। | দীর্ঘমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| জ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩<br>ঝ) পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২<br>ঞ) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২<br>ট) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২<br>ঠ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০<br>ড) জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০<br>ঢ) ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯<br>ণ) নাগরিকত্ব (সংশোধিত) আইন, ২০০৯<br>ত) কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে রীট পিটিশন নং- ৫৯১৬/২০০৮, ২০০৯<br>থ) এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২<br>দ) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২<br>ধ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ | • অনলাইন যৌন হয়রানিকে অপরাধের আওতায় আনা।<br>• প্রবাসী নারীকর্মীর সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধন করা।<br>• শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে নিরাপদে রাখা, কর্মঘন্টা, মজুরিসহ সকল ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা;<br>• শিশু পাচার রোধ করা;<br>• শারীরিক ও মানসিকভবে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশোধন কেন্দ্র, পুনর্বাসন কেন্দ্র, ড্রপ-ইন-সেন্টার, হেল্পলাইন, সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, খাদ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।৭০ | | কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর |
| নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল এবং জন পরিসরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| | • যে সকল বৈষম্যমূলক আইন/নীতি রয়েছে তা পরিমার্জন ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদীা | |
| | • সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু এবং সাক্ষীর সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা।<br>• গৃহকর্মে নিয়োজিত নারী ও শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা।<br>• প্রবাসী নারীকর্মীদের অধিকার, সুরক্ষা ও কল্যাণে আইন/বিধি/ প্রবিধান/নীতিমালা প্রণয়ন করা।<br>• ভিকটিম এবং সাক্ষী সুরক্ষা আইন/বিধিমালা/প্রবিধান/নীতিমালা প্রণয়ন করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইনে ও এর বিধিতে সহিংসতার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুর সুরক্ষা বিষয়টি সংযুক্ত করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • শিশুকে অসৎ কাজে বাধ্য করা বা প্ররোচনা নিরোধে আইন বাস্তবায়ন করা।<br>• ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারী ও শিশুকে যুক্ত না করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| আইনী সহায়তা | | | |
| ক. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে আইনী সহায়তা প্রদান। | • পাবলিক প্রসিকিউটর ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরের যথাযথভাবে মামলা পরিচালনার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাদী বা ভিকটিম পক্ষের ব্যক্তিগত খরচে আইনজীবি নিয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।<br>• মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য পদ্ধতিগত সংস্কার সাধন করা।<br>• স্পর্শকাতর মামলার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • দেশের সর্বত্র আইনী সহায়তার কার্যক্রম বিস্তৃত করা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে আইন সহায়তা কমিটিকে কার্যকর করা। | মধ্যমেয়াদী | পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারী সংস্থা |
| | • উপজেলা পর্যায়ে আইনী সহায়তার জন্য বিশেষ সেল গঠন এবং সেলগুলিতে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর জন্য উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| | • জেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক মামলায় কৃতিত্বের অধিকারী আইনজীবীদের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।<br>• পারিবারিক বিরোধ বিকল্পভাবে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গতিশীল করা। (যেমন- কাউন্সেলিং, পারস্পরিক আলোচনা, মেডিয়েশন ইত্যাদি) | মধ্যমেয়াদী | |
| | • আইন সহায়তায় জড়িত আইনজীবী এবং আদালতের কর্মচারীদের জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিলের সহায়তায় আইনজীবিদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর ডাক্তারী পরীক্ষা যেন সম্মানজনকভাবে হয় তা নিশ্চিত এবং উচ্চ আদালতের রায় অনুসরণ করা।<br>• সহিংসতার ঘটনার তদন্ত যাতে নারী বান্ধব হয় তা নিশ্চিত করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • আইনী সহায়তায় প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা যেমনঃ সহজ প্রবেশগম্য পরিবেশ, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের জন্য উপযুক্ত স্বাক্ষ্য গ্রহণ এবং ইশারা ভাষার ব্যবহার প্রচলন করা।<br>• মনিটরিং সেলের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা এবং এসিড সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য পুনর্বাসন তহবিল বৃদ্ধি ও তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়<br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এবং শ্রম কল্যাণ উইং এর আইন সহায়তা সেল শক্তিশালীসহ প্রয়োজনানুযায়ী আইনজীবি/আইন কর্মকর্তা/জনবল নিয়োগ/পদায়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ করা। | | |
| | • আইনী সহায়তা দিতে অধিক সংখ্যক নারী আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।<br>• জেলাখানায় নারী বন্দীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য নারী কারারক্ষী নিয়োগের বিধান জেল কোডে অন্তর্ভুক্ত করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কারা অধিদপ্তর |
| আইনী সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ | | | |
| ক) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কর্তৃক বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান। | • জেলা জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের আইন সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।<br>• প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের বিনামুল্যে আইনী সহায়তা প্রদান সহজ করা।<br>• বিদেশ হতে প্রত্যাগত নির্যাতিত নারী কর্মীদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে আইনী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা। | দীর্ঘমেয়াদী | ামূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, জাতীয় আইন সহায়তা প্রদান সংস্থা, বেসরকারী সংগঠন। |
| খ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাগুলোর সহিংসতা মামলার তদন্ত চলাকালীন সময়ে পেশাগত জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।৭১ | • সহিংসতার মামলাগুলো তদন্তের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে তদন্ত প্রক্রিয়া সমন্বয় ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।<br>• নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু যাতে সহজেই অভিযোগ করতে পারে এবং সেবা নিতে পারে, তার জন্য একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা। | স্বল্পমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| গ) উইমেন সার্পোট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন। | • ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ইনভেস্টিগেশন ইউনিট ও কুইক রেসপন্স টিম এর মাধ্যমে ভিকটিমদের আইনী সেবা নিশ্চিত করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| ঘ) উইমেন হেল্পডেস্ক এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান। | • প্রতিটি পুলিশ স্টেশন এবং জেলা কোর্টে উইমেন হেল্পডেস্ক স্থাপন করা।<br>• উইমেন হেল্পডেস্ক কার্যকর এবং পুলিশ স্টেশন নারী বান্ধব করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিওর (এসওপি) সময়োপযোগী করে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।<br>• বাংলাদেশ পুলিশের ক্রাইম ডাটাবেজ সিস্টেমে নারীর প্রতি সহিংসতা ইন্টারফেজটি ধারাবাহিকভাবে সকল পুলিশ স্টেশনে কার্যকর করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| ঙ) ৬টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কর্তৃক আইনী সহায়তা প্রদান। | • নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের সহায়তা ও বিশেষ সেবার নির্দেশনা প্রদান করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| চ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কর্তৃক আইনী সহায়তা প্রদান (জাতীয় মহিলা সংস্থার সদর দপ্তরে অবস্থিত)। | • জাতীয় মহিলা সংস্থার সদর দপ্তরে অবস্থিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।<br>• প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য বিশেষ সেবা যেমন, আদালতে ইশারা ভাষার ব্যবহার, প্রবেশগম্যতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| ছ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার কর্তৃক আইনী পরামর্শ প্রদান। | • হেল্পলাইন সেন্টার কর্তৃক আইনী পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>বেসরকারী সংগঠনসমূহ |
| জ) ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং ডিভিশনাল ডিএনএ স্ক্রিনিং | • ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং ডিভিশনাল ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মামলার সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা। | স্বল্পমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মামলায় সহায়তা প্রদান। | | | |
| ঝ) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে আইনী সহায়তা প্রদান। | • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে আইনী সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।<br>• ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| ঞ) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর মাধ্যমে আইনী পরামর্শ। | • ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে স্থানীয় আইন সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং বেসরকারি সংগঠন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের সাথে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরী করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| ট) বিভিন্ন জেলায় বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা। | • বিভিন্ন জেলায় বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা নিশ্চিত করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা কার্যক্রম | | | |
| ক) বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ।<br>খ) বিচার বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ।<br>গ) পাবলিক প্রসিকিউটর ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরদের জন্য প্রশিক্ষণ।<br>ঘ) ফরেনসিক ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষণ।<br>ঙ) ডিএনএ বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রশিক্ষণ।<br>চ) ক্রাইম রিপোর্টার্সদের জন্য প্রশিক্ষণ। | • আইনী সহায়তায় জড়িত আইনজীবীদের জন্য নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রস্তুত এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।<br>• ডাক্তার, নার্স এবং পুলিশসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।<br>• জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সেলের সহায়তায় আইনজীবীদের জন্য নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক মামলায় কৃতিত্বের অধিকারী আইনজীবীদের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।<br>• আদালতসমূহকে নারী ও শিশুবান্ধব করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • আরবিট্রেশন কাউন্সিলের বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা।<br>• আরবিট্রেশন কাউন্সিলের প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি স্পষ্ট থাকা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • পুলিশ ও আইনী সহায়তা সহজলভ্য এবং নারী ও শিশু বান্ধব করা।<br>• প্রচলিত সেবা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো।<br>• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকল ধরণের আইন সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা।<br>• এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর কার্যকরী প্রয়োগের জন্য এসিড ব্যবহারকারী ও বিক্রেতাদের নিয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।<br>• সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের জন্য শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিবাহ নিবন্ধন কাজের সাথে জড়িত কাজী চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় আনা।<br>• জন্মনিবন্ধন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।<br>• ফেইক রেজিস্ট্রেশন সিম সনাক্ত করে তা বন্ধ করা।<br>• পাচারকারীদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা।<br>• বাসায় বা কমিনিউটি সেন্টারে যেখানেই বিবাহ পড়ানো হোক না কেন রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি নিশ্চিত করা।<br>• মোবাইল ফোনে পর্নোগ্রাফি ধারণ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • গণপরিবহনে নারী ও শিশুর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সি.সি. ক্যামেরা ও বিভিন্ন স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালত চালু করা। | | |
| | • প্রবাসী নারীকর্মীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচার অভিযান বৃদ্ধি করা।<br>• বিদেশ গমনেচ্ছু নারীকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ/ মোটিভেশন প্রদান করা।<br>• বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশন ও শ্রম কল্যাণ উইং এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| | | | |

# তৃতীয় অধ্যায়

# তৃতীয় অধ্যায়
## সামাজিক সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন

### ৩.১ পটভূমি

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামাজিক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সমাজে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে। ব্যক্তির মনোভাব পরিবর্তন হলে ক্রমান্বয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এবং সমাজে নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা প্রয়োজন।

### ৩.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

#### ক. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯[৭২]

- পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যেসব কুসংস্কার, প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরন পরিবর্তন (অনুচ্ছেদ ৫ এ)।
- সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক ভিন্ন ধরণের শিক্ষা উৎসাহিত করা, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের কর্মসূচি সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরণের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যেকোনো নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণ (অনুচ্ছেদ ১০ খ)।

#### খ. বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫[৭৩]

- নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং কুসংস্কার এবং গতানুগতিক মনোভাবের পরিবর্তন করে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ (অনুচ্ছেদ ১২৪ কে)।
- নারী এবং পুরুষের ইতিবাচক ভাবমূর্তি সঠিকভাবে গণমাধ্যমে প্রচার এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মিডিয়া কর্মীদের জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন (অনুচ্ছেদ ১২৫ জে)।

#### গ. নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩

- সকলের অংশগ্রহণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূরীকরণ (ধারা ৫ বি)।[৭৪]

#### ঘ. সার্ক কনভেনশেন অন প্রিভেন্টিং এ্যান্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন ফর প্রস্টিটিউশন ২০০২

- পাচারকৃত নারী ও শিশুদের সমস্যা এবং এর অন্তর্নিহিত কারণের পাশাপাশি নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন সম্পর্কে মিডিয়ার সহায়তায় সচেতনতা সৃষ্টি। (অনুচ্ছেদ ৮.৮)।[৭৫]

---

৭২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯।
৭৩ বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫।
৭৪ নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩।
৭৫ সার্ক কনভেনশেন অন প্রিভেন্টিং এ্যান্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন ফর প্রস্টিটিউশন ২০০২।

### ঙ. কমিশন অন দা স্ট্যাটাস অফ উইমেন (সিএসডব্লিউ ৫৭) ২০১৩

- আইন ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ এবং জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ।
- নির্যাতনের কাঠামোগত এবং অন্তর্নিহিত কারণ উৎঘাটন করে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টিসেক্টরাল সেবা, কার্যক্রম এবং সহায়তা শক্তিশালীকরণ।
- নিয়মিত উপাত্ত সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে শিশু নির্যাতন এর অবস্থা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা অর্জন এবং তথ্যের নিরিখে কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবর্তন।[৭৬]

## ৩.৩ আইন, পরিকল্পনা ও নীতি

### ক) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০[৭৭]

- এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপরে সংঘঠিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদপত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায় (ধারা ১৪.১)।
- উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদন্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন (ধারা ১৪.২)।

### খ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৭৮]

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ (ক্রমিক ১৯.৯)।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি (ক্রমিক ১৯.১০)।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও যুবকদের সম্পৃক্ততা (ক্রমিক ১৯.১১)।

### গ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১

- .....শিশুদের উপর সহিংসতা, নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা (ক্রমিক ৬.৭.১)।[৭৯]

## ৩.৪ লক্ষ্য

নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে আচরণগত ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন।

---

৭৬ সর্বজন গৃহীত সমাপনী ঘোষণা, সিএসডব্লিউ ৫৭, ২০১৩।
৭৭ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।
৭৮ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১।
৭৯ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১।

### ৩.৫ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক

| বর্তমান কার্যক্রম | ভবিষ্যৎ কর্মসূচি | সময়সীমা | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ |
|---|---|---|---|
| **প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া** | | | |
| ক) টেলিভিশন ও রেডিও এর জন্য স্পট, নাটক, সিরিয়াল, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও গান পরিবেশন।<br>খ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা। | • সমাজে নেতিবাচক ধ্যান ধারণা প্রতিরোধে টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা।<br>• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে নিয়মিত প্রদর্শন করা।<br>• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক সেবা সম্পর্কে রেডিও এবং টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, স্পট এর আয়োজন করা।<br>• রেডিও এবং টেলিভিশনে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে লাইভ প্রোগ্রাম প্রচার করা।<br>• দৈনিক পত্রিকাসমূহে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস |
| | • গৃহকর্মে নিয়োজিত এবং শিশুর যত্নে পুরুষদের ভূমিকার উপর গণমাধ্যমে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর সেবা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার লক্ষ্যে আলামত সংরক্ষণের জন্য প্রচারণা বৃদ্ধি করা।<br>• মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস |
| | • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং যেকোন ধরণের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) জেন্ডার সাম্যতা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
| | • ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নারী ও শিশুর প্রতি সংবেদনশীল আচরণের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা।<br>• ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।<br>• নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মোবাইলে ফোনে মেসেজের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রতিটি কোর্সে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ |
| | • প্রবাসী নারীকর্মীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে নিয়মিত প্রদর্শন করা।<br>• প্রবাসী নারীকর্মীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক সেবা সম্পর্কে রেডিও, টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, স্পট ইত্যাদির আয়োজন করা। মোবাইলে মেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস |
| গ) জনসচেতনতামূলক পোস্টার, বুকলেট, স্টিকার, বিলবোর্ড ইত্যাদি প্রস্তুত এবং বিতরণ। | • সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক পোস্টার ও বিলবোর্ড স্থাপন করা।<br>• সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়াতে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের মলাটের পিছনের পৃষ্ঠায় প্রতিবছর "নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বরে (টোলফ্রি, ২৪ ঘন্টার সার্ভিস) ফোন করুন" মুদ্রণ করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>অর্থ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| | • মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ এর আলোকে পোস্টার ও লিফলেট তৈরী ও বিতরণ করা।<br>• মানবপাচার প্রবণ এলাকায় অভিভাবকদের নিয়ে পাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য জাতীয় হতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত হেল্পলাইন নম্বর ১০৯ এর প্রচারণা বৃদ্ধি করা।<br>• তৃণমূল পর্যায়ে হাট বাজারে, গণসংগীত ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।<br>• বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিলবোর্ড ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপন করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়<br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন |
| | • প্রবাসী নারীকর্মীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক পোস্টার, বুকলেট, স্টিকার, বিলবোর্ড ইত্যাদি প্রস্তুত এবং বিতরণ করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বেসরকারি সংগঠন |
| ঘ) প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মকর্তাদের নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং তা প্রতিরোধের উপর প্রশিক্ষণ। | • গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহের নীতিগত মান বিবেচনা বা পর্যালোচনা করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় |
| ঙ) গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ। | • গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য যৌন নিপীড়ন বিরোধী আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।<br>• নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহকে ব্যবহার করা। | স্বল্পমেয়াদী | সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস |
| চ) জনসাধারণের নিকট নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত লিঙ্গীয় প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে বার্তা পৌঁছাতে এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রতিবেদন কার্যক্রম উন্নীত করার জন্য মিডিয়া/ গণমাধ্যম সংস্থার সাথে বিদ্যমান অংশীদারিত্ব দৃঢ় এবং নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা। | • নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত সাংবাদিক ও অন্যান্য গণমাধ্যম পেশাদারদের সংবেদনশীলতা, যেমন প্রশিক্ষণ, নির্দেশিকা এবং পুরষ্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।<br>• নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিরোধী তথ্য এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারাভিযানে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উপস্থাপন করা।<br>• গণমাধ্যমের জন্য যৌন নিপীড়ন বিরোধী আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।<br>• পারিবারিক বা নারী নির্যাতন প্রতিবেদনে আচরণবিধি প্রণয়নে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।<br>• পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাগুলো গণমাধ্যমে প্রকাশ এবং পরিবারে নারী ও পুরুষের সকল ক্ষেত্রে সমান দায়িত্বের বিষয়টি গণমাধ্যমে উপস্থাপন করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • প্রচার মাধ্যম, বিজ্ঞাপনের চিত্রাবলী বা বক্তব্যে, প্রকাশিত গ্রন্থে, গেমস এবং অন্যান্য জনপ্রিয় সংস্কৃতির মাধ্যমগুলির উপর নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো তৈরি করা।<br>• বর্তমান কাঠামোকে শক্তিশালী করা যাতে বৈষম্যময়, অপ্রীতিকর বা প্রচলিত উপায়ে নারীদের উপস্থাপন বা হিংসাত্মক পৌরুষকে প্রশংসিতভাবে উপস্থাপন না করা, বা এমন কিছু প্রচার না করা যা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে।<br>• গণমাধ্যম সংস্থাগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় স্ব-নিয়ন্ত্রণ চুক্তির সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতাকে প্রত্যাখ্যান করা।<br>• নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মোবাইল ফোনে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষুদেবার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• প্রযুক্তির মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• মোবাইল, ফেইসবুক, স্কাইপ, ইউটিউব ইত্যাদির নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন করা। | | |
| **জনপ্রিয় লোকজ প্রোগ্রাম** | | | |
| ক) পথনাটক, মঞ্চনাটক, পালাগান, যাত্রা, কবিগান, পটগান, গম্ভীরা, জারীগান ইত্যাদি।<br>খ) স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ। | • বিনোদনমূলক পথনাটক, লোকসঙ্গীত ও স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• শহরভিত্তিক ডকুমেন্টরী, মোবাইল অ্যাপস এবং শর্ট ফিল্ম তৈরী করা।<br>• তৃণমূল পর্যায়ে হাট বাজারে গণসংগীত ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।<br>• সীমান্ত এলাকায় নারী ও শিশু পাচার বন্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নিয়মিতভাবে পারিবারিক নির্যাতন/ বাল্যবিবাহ/যৌতুক/পাচার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা।<br>• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের ব্যবস্থা করা।<br>• গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• জেলা তথ্য অফিসে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক ছবি ও গান প্রদর্শন করা।<br>• ইউনিয়ন পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কন্যাশিশুদের ইতিবাচক মনোবল সৃষ্টি করা। | | প্রকাশনা অধিদপ্তর, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস |
| দক্ষতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | | | |
| ক) বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন, শিক্ষক, ডাক্তার, পুলিশ, বিচারক, নার্স, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি,ধর্মীয় নেতা, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের জেন্ডার সংবেদশীলতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।<br><br>খ) ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক এবং হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা | • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে শিক্ষক ও সকল ধর্মের নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা।<br>• স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেন্ডার এনজিও স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট (জিএনএসপিইউ) এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার ডাক্তার ও নার্সদের নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• "প্রোটোকল অন হেলথ সেক্টর রেসপন্স টু জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স"এর উপর স্বাস্থ্যসেবায় জড়িত সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ রেইপ বিষয়ে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রদানকারীদের সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। | • জেলা স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান তথ্য (উঐঝও) এ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সুনির্দিষ্ট সূচক যুক্ত করা।<br>• নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নিয়ে কাজ করে এমন সংশ্লিষ্ট সকলকে "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ নীতিমালার (এইঠ মঁরফরহম ঢ়ৎরহপরঢ়ষব)" এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানার কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের নারীর প্রতি সহিংসতা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে এবং প্রতিকারে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।৮০<br>• বিসিএস এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল ক্যাডারের জন্য জেন্ডার সমতা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।<br>• শিক্ষক এবং সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবাদানের সাথে জড়িত সকলকে নিয়মিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | | |
| | • মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার মানকে উন্নত করার লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীর জন্যে পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম | | | |
| ক) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম। | • শিক্ষা কারিকুলামে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।<br>• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার কুফল নিয়ে আলোচনা করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতাভিত্তিক সম্পর্কের সামাজিক ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা করা।<br>• টিভিসি, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে তরুণ, কিশোর-কিশোরী ও তাদের অভিভাবকদের- অবৈধ অভিবাসন, নারী পাচার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।<br>• বিদেশ প্রত্যাগত নির্যাতিত নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের সমাজে পুনঃএকত্রীকরণে সহায়তা প্রদানের মানসিকতা তৈরী করা।<br>• যুবসমাজ, তরুণ, শিশু এবং কিশোরদের লক্ষ্য করে স্কুলভিত্তিক ও আউটঅফস্কুল কার্যক্রম পালন করা যাতে নারীর প্রতি সম্মান ও সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য তাদের দক্ষতা ও মানসিকতার বিকাশ ঘটে।<br>• সামাজিক আদর্শের প্রচারণা করা যাবে নারী ও কন্যাশিশুর মূল্য, শ্রদ্ধা ও ক্ষমতায়নের উন্নতি ঘটে।<br><br>• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে সুন্দর সমাজ গঠন বিষয়ক দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে আলোচনা করা।<br>• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার সাম্যতা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করা।<br>• ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।<br>• সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক পোস্টার ও বিলবোর্ড স্থাপন করা।<br>• নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার বিষয়ে যেমন- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের/ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এর জেন্ডার ইকুয়ালিটি মুভমেন্ট ইন | | তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | স্কুল (এউগঝ) কে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান করা।<br>● এলাকাভিত্তিক কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>● মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করা এবং সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ মেয়ে রাখা।<br>● প্রাথমিকসহ সকল ধরণের শিক্ষকদের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।<br>● স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন এবং অভিভাবকদের সহায়তায় স্কুল এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।<br>● পিয়ার (চববৎ) নির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ করে ছাত্রদের মাঝে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। | | |
| কমিউনিটি মোবিলাইজেশন | | | |
| ক) প্রাথমিক পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে উপাত্ত ভিত্তিক ও পরীক্ষিত কর্মসূচি গ্রহণ।<br><br>খ) জেন্ডার সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন। | ● তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য নিয়মিত উঠান বৈঠক ও কমিউনিটি মিটিং আয়োজন করা।<br>● নারীর বিপক্ষে নেতিবাচক/ গতানুগতিক/প্রথাগত মনোভাব/ধারণা পরিবর্তনের লক্ষ্যে উপাত্ত ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা।<br>● নির্যাতিত নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পরিবারে ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণে সহায়তা প্রদানের মানসিকতা তৈরীর জন্য প্রচারণা, কর্মসূচি/ প্রকল্প গ্রহণ করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংগঠন |
| | ● পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও পিতা মাতার অ-সহনশীল আচরণের কারণে সন্তানের জীবনের প্রতি হতাশ কিংবা সহিংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • অভিভাবকদের সভায় যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বেআইনী ফতোয়া এবং পাচার বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী সংগঠন |
| | • নারী ও শিশুর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ এবং নির্যাতন প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পুরুষদের স্বীকৃতি প্রদান করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| | • নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরূপ মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমাজে এবং পরিবারে নারীর অবদানের বিষয়ে প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা।<br>• সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীর নেপথ্যে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য পরিবারের সংশ্লিষ্ট পুরুষ সদস্যকে পুরস্কৃত করা।<br>• পারিবারিক এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসনে বাবা-মা এবং সন্তানদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা।<br>• যৌতুক নিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে অভিভাবক, বিবাহ নিবন্ধক, ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা।<br>• স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সচেতনতার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • পারিবারিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা নিয়ে কাজ করা যাতে সমতা ভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠে এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন ভালো উদাহরণসমূহ পর্যালোচনা করে কারিকুলাম তৈরি করা।<br>• পুরুষদের ইতিবাচক ভূমিকা তৈরির জন্য পরিবার ও কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • বাজার কমিটি, টি-স্টল, দোকানি এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। | | |
| | • বার্ন এবং এসিড নিক্ষেপের পরে আক্রান্ত ব্যক্তির তাৎক্ষণিক সেবা গ্রহণের জন্য করণীয় বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |
| | • আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য দিবস পালন করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা | | | |
| ক) ডিএনএ পরীক্ষার আইনী প্রয়োগের বিষয়ে পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় করা।<br><br>খ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ। | • নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ডাক্তার, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষক, পুলিশ, আইনজীবি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময়ের আয়োজন করা।<br>• পুলিশ ও বিচারকদের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অঙ্গীকারসমূহ (ঈউউঅড, ঈজঈ, ঈঝড৫৭) বিচার ব্যবস্থার জবাবদিহিতা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।<br>• সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থলে নারীর জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং হাইকোর্ট নির্দেশমালা (২০০৯) এর যথাযথ প্রয়োগ করা। | দীর্ঘমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,জাতীয় গণমাধ্যম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ইনস্টিটিউট,বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট |
| নগর পরিকল্পনা ও পরিবহণ | | | |
| ক) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়ের সংগঠনকে উৎসাহিত করে-লিঙ্গ সমতা এবং সহিংসতাকে- তাদের বর্তমান পরিসেবা, প্রকল্প, অনুদান/ তহবিল ও অনান্য উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নীত করা।<br><br>খ) শহরে ও পৌর পরিকল্পনায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করার কার্যক্রম ও কাঠামো তৈরি করা। | • জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবহণ নীতিমালা প্রণয়ন করা।<br>• শহুরে পরিকল্পনাবিদদের এবং পুলিশদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• স্থানীয় পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃণমূল নারী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।<br>• অনিরাপদ এলাকায় চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন এবং অডিট সম্পন্ন করা।<br>• স্থানীয় সম্প্রদায়, পুরুষ ও কিশোরীদের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।<br>• পাবলিক সেক্টর বাজেটে নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য পাবলিক এলাকা নিরাপদ রাখার নিমিত্ত পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা।<br>• সাধারণ স্থান, শৌচাগার (পাবলিক টয়লেট) এবং গণপরিবহণে (পাবলিক ট্রান্সপোর্টের) জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।<br>• গণপরিবহন নিরাপদ রাখার জন্য পরিবহন কর্মীদের আচরণ ও বিধিমালা প্রণয়ন করা।<br>• রাস্তায় এবং সর্বজনীন স্থানে আলো, চেকপয়েন্ট এবং বাথরুমে যথোপযুক্ত লাইট বসানো নিশ্চিত করা।<br>• প্রযুক্তিগত সেবাপ্রদানকারী এবং স্থানীয় আবাসন পরিচালকদের সহযোগিতায়, পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা।<br>• প্রতিটি গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা।<br>• গাড়িতে উঠা-নামার দরজার পাশে ড্রাইভার ও হেল্পারের নাম ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, রাজউক |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • যেকোন ধরণের ভবন নির্মানে পরিবেশগত৮১ এবং নারী ও শিশু বান্ধব নকশা পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধ করা।<br>• স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের পরিকল্পনায় কমিউনিটি নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করা।<br>• পরিবেশগত এবং নারী ও শিশুবান্ধব নকশা পদ্ধতির মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধের নীতিমালা গ্রহণ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের জন্য বেসরকারী সংস্থার সাথে কাজ করা।<br>• বিল্ডিং, ডিজাইন এবং পরিকল্পনা পেশাজীবীদের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ প্রদান (যেমন- স্থপতি, শহুর পরিকল্পনাকারী এবং ডিজাইনার)। | | |
| ক্রীড়া ও নেতৃত্ব গঠন | | | |
| ক) কিশোরীদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং উন্নয়ন। | • কিশোরীদের বিনোদন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নেতৃত্ব বিকাশে স্কুল ও কমিউনিটি পর্যায়ে খেলার ব্যবস্থা রাখা।<br>• সফল নারী ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া দলের সাফল্য কিশোরীদের মাঝে তুলে ধরে তাদের অনুপ্রাণিত করা।<br>• খালি হাতে আত্মরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা<br>• কিশোরীদের মাঝে নেতৃত্ব গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্কুল শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।<br>• কিশোরীদের জন্য নিয়মিত আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং অংশগ্রহণের জন্য স্কুল পর্যায়ে প্রণোদনা প্রদান করা।<br>• সফল নারীদেরকে গুডউইল অ্যামব্যাসাডার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে নারীদের পজেটিভ ইমেজ তৈরি করা।<br>• কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে অ-প্রথাগত জীবিকা ও কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা। | দীর্ঘমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |

# চতুর্থ অধ্যায়

## ৪.১ পটভূমি

নারী ও শিশু নির্যাতনের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা এবং দরিদ্রতা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মুলধারায় সম্পৃক্ত না করার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর পূর্বশর্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ। সরকার নারীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরে শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি এবং প্রনোদনা প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়াও ভিজিডি কর্মসূচি, দুস্থ নারীদের ভাতা প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। উপরন্তু, জোরপূর্বক বিচ্যুত জনগোষ্ঠী, আদিবাসী নারী এবং যেসকল শিশু এবং কিশোরিদের পরিপূর্ন মানসিক বিকাশ ঘটতে পারেনি, তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করা প্রয়োজন। বিশ্বায়নের যুগে এদেশের নারী আজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশের শ্রম বাজারে নিজেদের যোগ্যতায় একটি সম্মানজনক স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে দক্ষ অভিবাসী নারীকর্মীর চাহিদা ও কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের নিজেদের জন্য ও দেশে অভ্যন্তরে তাদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিবিএস এর ২০১৭ সালের লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী, ৫-১৭ বছরের শিশুদের মধ্যে ১৩,৪৭,০০০ কন্যাশিশু এবং ২১,০৩,০০০ ছেলেশিশু বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত আছে। কর্মক্ষেত্রে এইসকল শিশুদের সর্বপ্রকার নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখা, নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সার্ভে অনুযায়ী, ১,৮৮,৬৩০০০ নারী বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত রয়েছে। সকল কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক নারীর জন্য সহিংসতামুক্ত, নিরাপদ এবং নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক নির্দেশনা অনুসরণ করা আবশ্যক। সকল ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য দূরীভূত করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।[৮২]

## ৪.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন.....(অনুচ্ছেদ ১৫)।

## ৪.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

### ক) মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮

- .....এবং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে (ধারা ২২)।[৮৩]

### খ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯[৮৪]

- পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, একই অধিকার, .....নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৩)।

৮২ লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
৮৩ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮।
৮৪ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯।

- পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও তা থেকে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে....(অনুচ্ছেদ ১৪)।

### গ) বেইজিং ঘোষণা এবং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫

১৯৯৫ সালের বেইজিং ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১২ টি সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়। তন্মধ্যে নারীর সমান অধিকার ও অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনী এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পুনঃপরীক্ষা করার ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়।

### ঘ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৫-২০৩০)

- জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা (লক্ষমাত্রা ১.৩)।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং

  ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা (লক্ষমাত্রা ১.৪)।

## ৪.৪ পরিকল্পনা ও নীতি

### ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৮৫]

- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা (ক্রমিক ২৫.১)।
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা (ক্রমিক ২৩.৪)।

## ৪.৫ লক্ষ্য

নারী ও শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টি এবং প্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

## ৪.৬ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক

| বর্তমান কার্যক্রম | ভবিষ্যৎ কর্মসূচি | সময়সীমা | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ |
|---|---|---|---|
| **১. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কার্যক্রম** | | | |
| | • দরিদ্র, বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতার পরিমান এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ |
| খ) ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সারাদেশে হতদরিদ্র মহিলাকে খাদ্য বিতরণ। | • ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| গ) দুঃস্থ মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান। | • মাতৃত্বকালীন ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| ঘ) ল্যাকটেটিং মা ভাতা প্রদান। | • ল্যাকটেটিং মা ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| ঙ) নারীর দরিদ্রতা হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান। | • বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| চ) দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ। | • দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| ছ) এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন। | • এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| জ) ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচির ব্যবস্থা করা। | • সহিংসতার শিকার দুঃস্থ মায়েদের শিশুর উন্নত পড়া-লেখার বিষয়ে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ও আত্মকর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করা।<br>• দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দু:স্থ শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তির পরিমান এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা।<br>• বাল্যবিবাহের শিকার শিশুদের জন্য সহিংসতা প্রতিরোধে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।<br>• যে সকল শিশুর ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহ হয়েছে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কিংবা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। | | |
| ঝ) নারী ও কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ। | • প্রতিটি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।<br>• কর্মস্থলে নারীদের জন্য (বিশেষ করে পোষাক ও চা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের) যৌন ও প্রজনন সেবা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (বিজিএমইএ, বাংলাদেশ টি গার্ডেন এসোসিয়েশন) |
| ঞ) নির্যাতনের শিকার প্রবাসী ও প্রবাস ফেরত নারী কর্মীদের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন, শ্রম কল্যাণ উইং এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ। | • প্রবাসে কর্মক্ষেত্রে যে কোন ধরণের নির্যাতনের শিকার হওয়া বা শিকার হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিবাসী নারীকর্মীদের প্রিডেপার্চার ট্রেনিং ও ব্রিফিং প্রদান করা।<br>• নির্যাতনের শিকার অভিবাসী নারীকর্মীদের উদ্ধার, দেশে ফেরত আনয়ন, আইনগত ও চিকিৎসা সেবা ও সহায়তা প্রদান করা।<br>• বিমানবন্দর এবং প্রয়োজনে অন্যান্য বহির্গমণ ও প্রত্যাগমন স্থানে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন ও পরিচালনা করা।<br>• দেশে ও বিদেশে কল সেন্টার, হেল্পডেস্ক এবং সেইফ হোম পরিচালনা করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী নারী কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনা এবং লাশ পরিবহন ও দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।<br>• প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী নারী কর্মীদের উপর নির্ভরশীলদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা।<br>• দেশে প্রত্যাগত নির্যাতিত নারী কর্মীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।<br>• ট্রমা'র অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য সহায়তা প্রদান করা।<br>• নারীদেরকে তাদের কাজের জন্য স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান এবং পুরস্কৃত করা।<br>• পরিবারে ও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা ও মোটিভেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।<br>• প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি এবং প্রতিবন্ধী সন্তানদের কল্যাণার্থে সহায়তা প্রদান করা।<br>• দেশে প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও পুনর্বাসন করা।<br>• পরিবর্তনশীল বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের টেকসই সামাজিক সুরক্ষামূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করা। | | |
| ট) ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমিহীন নারীদের মধ্যে ভূমি বরা<br><br>ঠ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর খাদ্যবান্ধব কার্ড বিতরণ। | • গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, গভীর নলকূপ স্থাপন, বিদ্যুতায়ন, ভূমিহীন পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে কবুলিয়ত প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>ভূমি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর |
| | • খাদ্যবান্ধব কার্ডপ্রাপ্ত পরিবারের স্বামী কর্তৃক স্ত্রী সহিংসতার শিকার হয়ে থাকলে এবং স্বামীর নামে কার্ড ইস্যু হয়ে থাকলে তা বাতিল করে স্ত্রীর নামে ইস্যু করা। | স্বল্পমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২. ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম | | | |
| ক) দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ৫% সার্ভিস চার্জে সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা করে দারিদ্র বিমোচনে ঋণ প্রদান।<br><br>খ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় দরিদ্র পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম প্রদান।<br><br>গ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ প্রত্যাগত নারীকর্মীর পুনর্বাসনের জন্য ঋণ প্রদান। | • দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণের পরিমান ও বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা।<br>• সহিংসতার শিকার নারীদের বিনা সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।<br>• সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের নারীদের জন্য সৃষ্ট সুযোগ সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।<br>• ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা না হওয়া নিশ্চিত করা।<br>• ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি) ও বেসরকারী সংগঠন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ |
| ৩. জীবনদক্ষতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | | | |
| ক) নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।<br><br>খ) আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জীবন নির্বাহী, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ যেমন: মহিলাদের সেলাই, কম্পিউটার ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান। | • নারী বিশেষ করে সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য বিভিন্ন খাতে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (যেমন- তথ্য প্রযুক্তি, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, আউটসোর্সিং)।<br>• জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ অনুযায়ী, কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে নারীদের উৎসাহিত এবং পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর, কৃষি ব্যবসায় ও শিল্প কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। | স্বল্পমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বেসরকারী সংগঠন |
| | • সকল স্কুলে কিশোর কিশোরী/ যুব শিক্ষার্থীদের আত্মসংরক্ষণমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।<br>• কিশোর কিশোরী/যুবকদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এর আওতায় আয়বর্ধক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। | মধ্যমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| গ) পরিবারে সদস্যদের আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ এবং উন্নত চুলা প্রদান।<br><br>(ঘ) বিভিন্ন ফসলের বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান।<br><br>ঙ) কারিগরী জীবনদক্ষতামুলক প্রশিক্ষণ প্রদান। | • স্থানীয় সম্পদ ও স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও ফলোআপ করা।<br>• ভাতাপ্রাপ্ত সক্ষম (কর্মক্ষমতা) ব্যক্তিদের ২ বছর প্রশিক্ষণের আওতায় এনে আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা।<br>• দরিদ্র/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বাল্যবিবাহ না দেয়ার শর্তে শিক্ষা উপবৃত্তির পরিমান ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা।<br>• নারী/কিশোরীদের ডিজিটাল প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও ব্যবহারের সুযোগ/ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।<br>• সরকারী ও বেসরকারীভাবে নারীদের কর্মসংস্থানের বা আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করা।<br>• সরকারীভাবে পুনর্বাসনে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ-উত্তর মূলধন প্রদানের মাধ্যমে আয়-বৃদ্ধিকারী কর্মসূচি বৃদ্ধি করা।<br>• যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা।<br>• বয়স ও যোগ্যতাভেদে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করা।<br>• দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত ২২টি দুর্যোগপ্রবণ জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পাশাপাশি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা / কর্মসূচি গ্রহণ করা।<br>• হাওড় এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পাশাপাশি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা / কর্মসূচি গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান করা।<br>• পুনর্বাসিত পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• বিদেশ প্রত্যাগত প্রবাসী নারীদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ ও লব্ধ প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করা। | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • পুনঃঅভিবাসনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ইনস্টিটিউট অব্ মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• উপজেলা পর্যায়ে টিটিসি/ আইএমটি স্থাপন করা।<br>• বিদ্যমান টিটিসি'র মান উন্নয়ন করা।<br>• বিদেশ প্রত্যাগত নারীকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদেশের পরিবর্তনশীল শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করা। | | |
| ৪. ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা কার্যক্রম | | | |
| ক) মহিলাদের জন্য বিনা জামানতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা<br><br>খ) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি পর্যায়ে কৃষক গ্রুপ/দলে কমপক্ষে ৩০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন ফসলের বীজ ও চারা বিতরণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা । | • সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।<br>• নারীদের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তা এবং নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা।<br>• কৃষিতে নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারী-পুরুষ সমমজুরি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।<br>• কৃষিপণ্যভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন/পরিচালনায় উৎসাহ/প্রণোদনা প্রদান করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অবস্থান অধিকতর সংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ<br><br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য ও বেসরকারী সংগঠন |
| ৫. বিপণন ও বাজারজাতকরণ | | | |
| ক) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলা সমিতির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে জয়িতা নামক বিপণন কেন্দ্র চালু। | • নির্যাতনের শিকার নারীদের যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।<br>• নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র নিরসনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করা। | দীর্ঘমেয়াদী | মূল মন্ত্রণালয়<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়<br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, |
| | • আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। | মধ্যমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| খ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাগণের হাতের তৈরী দ্রব্যাদি প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য ঢাকার আনারকলি সুপার মার্কেটে সোনার তরী নামে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।<br><br>গ) ফারমার্স মার্কেটিং গ্রুপে কমপক্ষে শতকরা ১৫ ভাগ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি। | • নির্যাতনের শিকার নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। | | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বেসরকারী সংগঠন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| | • নারী উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা<br>• স্থানীয় বাজার কমিটিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| | • এগ্রো-প্রসেসিং এবং এগ্রি-মার্কেটিং বিষয়ক কার্যক্রম/প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। | মধ্যমেয়াদী | |

# পঞ্চম অধ্যায়

## সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর সুরক্ষা সেবা

# পঞ্চম অধ্যায়
# সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর সুরক্ষা সেবা

## ৫.১ পটভূমি

সহিংসতার শিকার এবং সহিংসতার হুমকির সম্মুখীন নারী ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা অপরিহার্য। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবাসমূহের পরিধি বৃদ্ধি এবং বিস্তৃত সেবাসমূহ শক্তিশালী করা প্রয়োজন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সহায়তায় বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হয়। ১২ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার হতে সমন্বিতভাবে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সেবা, পুলিশী সহায়তা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের ৪৭টি জেলা এবং ২০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়।

ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং ৯টি রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের ন্যাশনাল টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে সপ্তাহের ৭দিন ২৪ ঘন্টা নির্যাতনের শিকার নারী, শিশুদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। মোবাইল অ্যাপস জয়ের মাধ্যমে নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আশ্রয় কেন্দ্র এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহিলা ও শিশু, কিশোরী নিরাপদ হেফাজতীদের আবাসন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের আশ্রয়কেন্দ্র সমূহে নারী ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে ।

## ৫.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

- আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার .....(অনুচ্ছেদ ৩১)।

## ৫.৩ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

### ক) মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮

- সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে....(ধারা ২২)[৮৬]

### খ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে বিলোপ সনদ ১৯৭৯

- গর্ভাবস্থায় যে ধরণের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত গর্ভকালে তাদেরকে সে ধরণের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা (অনুচ্ছেদ ১১.২ঘ) ।[৮৭]

### গ) বেইজিং গবেষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫

- নিপীড়নমূলক সম্পর্কে আবদ্ধ বিশেষ করে বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে ঐরূপ পরিবেশে বসবাসকারী কন্যাশিশু, কিশোরী এবং তরুণীর জন্য কাউন্সেলিং, নিরাময় এবং সহায়তামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা (প্যারা ১২৬.গ)[৮৮]

**ঘ) সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রিজুলিউশন ১৩২৫ (২০০০)** সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যৌন নির্যাতন শুধুমাত্র জেন্ডার ইস্যু নয় বরং এটি একটি নিরাপত্তাজনিত উদ্যোগের বিষয় ।[৮৯]

### ঙ) সার্ক কনভেনশেন অন প্রিভেন্টিং এ্যান্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন ফর প্রস্টিটিউশন ২০০২

.....এই সনদ অনুযায়ী পাচার হতে উদ্ধারকৃতদের সেবা ও দেখাশুনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাদের আইনী সহায়তা এবং স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ৯.২) ।[৯০]

৮৬ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮ ।
৮৭ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ ।
৮৮ বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫ ।
৮৯ সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় নারী ও শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রিজুলিউশন ১৩২৫ (২০০০)।
৯০ সার্ক কনভেনশেন অন প্রিভেন্টিং এ্যান্ড কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন ফর প্রস্টিটিউশন ২০০২।

### চ) হ্যান্ডবুক ফর ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ২০১২[৯১]

- নির্যাতনের শিকার নারীদের প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা, কাউন্সেলিং এর জন্য সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইন এবং অনলাইন সেবা চালু করা (অধ্যায় ৩.৫.৩.৩)।
- নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য নির্যাতন পরবর্তী তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী কাউন্সেলিং সেবাসহ অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করা (প্যারা ৩.৫.৩.৩)।

### ছ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৫-২০৩০)[৯২]

অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, অসমর্থ (প্রতিবন্ধি) ও বয়োবৃদ্ধ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা (১১.২)।

## ৫.৪ আইন ও বিধি

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭
- শিশু আইন, ২০১৩
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩
- হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২
- পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
- নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
- জাতীয় শিশু নীতি ২০১১
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০
- নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

## ৫.৫ নীতি ও পরিকল্পনা

### জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৯৩]

- বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা (ক্রমিক-১৬.১৮)।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যাশিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানী, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (ক্রমিক-১৮.৬)।

### জাতীয় শিশু নীতি ২০১১[৯৪]

- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো শিশু-বান্ধব এবং পরিচর্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এতিম, অসহায় জরুরী অবস্থায় সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা (ক্রমিক-৬.১২.৪)।
- দুর্যোগের জরুরী অবস্থায় কন্যাশিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ....(ক্রমিক-৬.১২.২)
- কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা, বিয়ে, পাচার, বাণিজ্যিকভাবে যৌন কাজে বাধ্য করা এবং অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ থেকে রক্ষার মাধ্যমে তাদের সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা (ক্রমিক-৭.৪)।

## ৫.৬ লক্ষ্য

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সুরক্ষা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯১ হ্যান্ডবুক ফর ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ২০১২।
৯২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৫-২০৩

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১।

## ৫.৭ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক

| বর্তমান কার্যক্রম | ভবিষ্যৎ কর্মসূচি | সময়সীমা | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ |
|---|---|---|---|
| **প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা** | | | |
| ক) বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে স্থাপিত ১২ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এর কার্যক্রম। | • প্রতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা। | দীর্ঘমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর |
| | • প্রতিটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা। | দীর্ঘমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর |
| | • সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার এবং হুমকির সম্মুখীন নারী ও শিশুর সেবা ও পরিচর্যা সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরী করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর কার্যক্রম। | • প্রতিটি উপজেলায় ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন ও কার্যকর রাখা।<br>• ইউনিয়ন থেকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত মাল্টিসেক্টোরাল রেফারেল সিস্টেম তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা। | দীর্ঘমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর |
| গ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন | • ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের কার্যক্রম শক্তিশালী করা।<br>• দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের হেল্পলাইনের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা। | স্বল্পমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সেন্টারের কার্যক্রম (১০৯)। | | | সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়<br>সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা<br>তথ্য মন্ত্রণালয় |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| ঘ) ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার<br>ঙ) রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার (১০টি)<br>চ) মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট | • জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার বিস্তৃতি এবং এটিকে পেশা হিসাবে উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।<br>• মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগকে উৎসাহিত করা।<br>• পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনে ওয়ার্ড কমিশনার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে প্রশিক্ষিত মহিলা ও পুরুষ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| ছ) বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। | • প্রতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ নমুনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| | • উপজেলা পর্যায়ে সহিংসতার শিকার শিশু, কিশোরী ও নারীর মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষা নিশ্চিত করা।<br>• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তার ও নার্সের দক্ষতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা। | স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী | |
| জ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল। | • নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম শক্তিশালী করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা |

| বর্তমান কার্যক্রম | ভবিষ্যৎ কর্মসূচি | সময়সীমা | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ |
|---|---|---|---|
| ঝ) বিভাগীয় জেলা সদরে ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার। | • প্রতিটি জেলায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা।<br>• থানায় তথ্য নথীভুক্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।<br>• সহিংতার শিকার নারী ও শিশুদের জেন্ডার সংবেদনশীল সেবা দেয়ার বিষয়ে নারী পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br><br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>বেসরকারি সংগঠন |
| ঞ) শেখ হাসিনা ন্যাশনাল বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইন্সটিটিউট এন্ড হাসপাতাল। | • বিভাগীয় পর্যায়ে বার্ন ইউনিট স্থাপন করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বেসরকারি সংগঠন |
| | • সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইউনিট স্থাপন করা।<br>• জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত শল্য চিকিৎসকদের বার্ন এবং প্লাস্টিক সার্জারী বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| ট) নারী বান্ধব হাসপাতাল (৩২টি)। | • প্রতিটি হাসপাতাল নারী-বান্ধব করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| ঠ) শিশু বান্ধব হাসপাতাল। | • জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| ড) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও মানব পাচার বিরোধী সেল স্থাপন। | • প্রতিটি থানায় ন্যূনতম একজন নারী পুলিশ উপ-পরিদর্শক নিয়োগ করা। | স্বল্পমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঢ) ৪৫০১টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন। | • দেশব্যাপী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।<br>• ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম শক্তিশালী করা।<br>• মাল্টিসেক্টোরাল রেফারেল সিস্টেম সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।<br>• রেফারেল সিস্টেমের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং নির্দেশনার বিষয়ে ব্যাপক তথ্য প্রদান ও প্রচারণার আয়োজন করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| ণ) ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৩৭০৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক। | • ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করা।<br>• কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রমের সাথে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।<br>• স্বাস্থ্যকর্মীদের এইঠ মঁরফরহম ঢ়ৎরহপরঢ়ষব এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | দীর্ঘমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর |
| ত) ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ৪৮৮৩টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন | • প্রতিটি ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম চালু করা।<br>• কিশোর-কিশোরী ক্লাবে সেল্ফ ডিফেন্স শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।<br>• কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালনা কার্যক্রমের সাথে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা। | দীর্ঘমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| থ) কর্মজীবী নারীদের শিশুদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন | • দপ্তরসমূহের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা।<br>• ডে-কেয়ার আইন প্রণয়ন করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর |
| দ) মনোসামাজিক কাউন্সেলিং | • জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন সেবা বিস্তৃত করা।<br>• প্রতিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম একজন শিক্ষককে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধ) কাপল কাউন্সেলিং<br>ন) কমিউনিটি কাউন্সেলিং | • জেলা পর্যায়ে নির্যাতন প্রবণ এলাকায় মহিলা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা। | দীর্ঘমেয়াদী | মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| প) নারী ও শিশু পাচার রোধে কমিউনিটি লিডার, ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রচারনা চালানো।<br>ফ) বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমনকারী নারীদের জন্য স্মার্ট কার্ড প্রদান।<br>ব) নারীর প্রতি সহিংসতার সার্ক সম্পর্কিত ডাটাবেইজ (যেমন জেন্ডার ইনফো বেইজ)।<br>ঙ) ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজ্ড ভায়োলেন্স। | • কমিউনিটি বেইজড পুলিশিং ফোরামে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষ ও যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। | | ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়<br><br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| | • কর্মকর্তাদের নারীর প্রতি সহিংসতা, মাল্টিসেক্টোরাল রেফারেল সিস্টেম, কেইস ম্যানেজমেন্ট এবং কোঅর্ডিনেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<br>• ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত কেইস ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর এ্যাপ্রোচ চালু করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর গড়ে তোলার মাধ্যমে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা সম্প্রসারণ করা।<br>• সহিংসতার শিকার এবং হুমকির সম্মুখীন নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| | • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশুর সুরক্ষার সামগ্রিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং তদারকির জন্য ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজ্ড ভায়োলেন্সকে Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা জোরদার করা।<br>• কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাই কোর্ট এর নির্দেশনানুযায়ী কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং মনিটরিং এর জন্য প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।<br>• সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তীকালীন সময়ে নারী ও শিশু পাচাররোধে কঠোর নজরদারি করা। | স্বল্পমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • পাচাররোধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।<br>• এসিডের সহজলভ্যতা রোধ করার ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করা।<br>• এসিডদগ্ধ নারী ও শিশুদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির সম্প্রসারণ করা। | | |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| | • বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমনকারী নারীদের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আইনগত সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।<br>• বিদেশে নির্যাতিত হলে দেশে ফেরার পর পারিবারিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।<br>• বয়স্ক ও অসহায় নারীদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ নিরাপদ জীবন-যাপনের লক্ষ্যে সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা।<br>• জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মজীবী নারীদের সন্তান পালনে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন এবং প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা।<br>• বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী করা।<br>• বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় পর্যায়ে নজরদারি বৃদ্ধি করা।<br>• রাস্তাঘাট, বিপণন কেন্দ্র, পাবলিক টয়লেট, পাবলিক বাস, ট্রেন, লঞ্চ, বিউটি পার্লার, বিনোদন স্থানে নারী ও শিশুর রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।<br>• স্মার্ট কার্ড ব্যবহারকারী নারীদের জন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনে হেল্পলাইন চালু করা।<br>• কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনকারী নারী ও শিশুর সঠিক পরিসংখ্যানসহ বিস্তারিত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।<br>• পাচার প্রতিরোধ এবং অভিবাসী নারীদের সহায়তার জন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • জনবহুল স্থানে বিশেষ করে দেশের গুরত্বপূর্ণ স্টেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিনোদন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি টিভি স্থাপন করা।<br>• দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে কন্যাশিশু ও কিশোরীদের পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা করা। | | |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| | • দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে নারী, শিশু ও কিশোরীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ ব্যবস্থা করা।<br>• দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে যৌন হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।<br>• দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।<br>• দুর্যোগকালীন সময়ে 'ডিগনিটি কিট' এবং 'মিনস্ট্রুয়াল হাইজিন কিট' প্রদান করা।<br>• দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও কন্যাশিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং তাদের মানসিক কাউন্সেলিং প্রদান এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।<br>• সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারীদের দুর্যোগকালীন সময়ে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে ধারণা প্রদান এবং জেন্ডার সংবেদনশীলভাবে সেবাপ্রদানের জন্য সচেতন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।<br>• দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর নিরাপত্তার জন্য স্বল্পকালীন কর্মসূচি গ্রহণ (যেমন নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থান এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা) করা।<br>• দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সহিংসতার শিকার নারীদের সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করা।<br>• সকল সেবা প্রদানকারীদের মাল্টিসেক্টোরাল রেফারেল সিস্টেম সম্পর্কে নিয়মিত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মজীবী নারীদের সন্তান পালনে ডে-কেয়ার সেন্টার বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা।<br>• গণপরিবহনের মালিক, ড্রাইভার, কর্মচারী ও শ্রমিকের জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ | মধ্যমেয়াদী | |
| | • এবং প্রচলিত আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতিমালা তৈরি এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।<br>• শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত না করা।<br>• নারী ও শিশু পাচার বন্ধে পাসপোর্ট প্রদানের পূর্বে পুলিশ ভেরিফিকেশন নিশ্চিত করা।<br>• ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলোকে জেলা প্রশাসনের আওতায় মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।<br>• সন্তান যাতে মাদকাসক্ত না হয় সে বিষয়ে পরিবারের নজর রাখা।<br>• অনলাইন স্পেশাল মিডিয়া আইডি খোলার ক্ষেত্রে ভোটার আইডি কার্ড /জন্ম নিবন্ধন কার্ড এর নম্বর প্রদান বাধ্যতামূলক করা।<br>• বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা ।<br>• ইপিজেড এলাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।<br>• | | |
| | • বিদেশ হতে প্রত্যাগত নারী কর্মীদের ডাটাবেইজ (বয়স, পেশা, প্রশিক্ষণ, কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি) তৈরী করা।<br>• বিদেশে নির্যাতনের শিকার নারী কর্মীদের ডাটাবেইজ তৈরী করা। | স্বল্পমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>সুরক্ষা সেবা বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| **আর্থিক সুরক্ষা** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক) দরিদ্র, বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান। | • নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে বিশেষ তহবিলের সংস্থান করা। | স্বল্পমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| | • নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানসহ দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| | • প্রবাসী নারী কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনা। | | **সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ |
| **আইনগত সুরক্ষা** | | | |
| ক) ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী।<br>খ) ফরেনসিক ল্যাব, বাংলাদেশ পুলিশ। | • সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তরে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ নীতিমালা/ কৌশল প্রণয়ন করা।<br>• শিল্প কারখানাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রম বন্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা।<br>• মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ বিষয়ে আইন- শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ এবং মানবাধিকার কর্মীদের অবহিত করা ।<br>• যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন, নীতিমালা প্রণয়ন এবং নারী ও শিশুর সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ নজরদারি করা।<br>• দেশে প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় |

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## প্রতিকার এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা

### ৬.১ পটভূমি

সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য নিরাময় এবং পুনর্বাসন সেবা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাত্মক ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রেখে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য পুনর্বাসন সেবা জোরদার করা প্রয়োজন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় নির্যাতনের শিকার, অসহায়, দুঃস্থ নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং সাময়িক অবস্থানের জন্য আবাসন কেন্দ্র রয়েছে। সহিংসতার শিকার নারী অনূর্ধ্ব ১২ বছরের নীচে ২টি সন্তানসহ কমপক্ষে ৬ মাস অবস্থান করতে পারে। এছাড়াও মহিলা, শিশু ও কিশোরীগণ বিচারকালীন সময়ে নিরাপদ হেফাজতে জেলখানায় সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মিশে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বিধায় গাজীপুর জেলায় মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের কারাগারে এবং অমানবিক পরিবেশ হতে নিরাপদ হেফাজতসহ রক্ষনাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, কাউন্সেলিং ও আত্মোপলব্ধির জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আদালতের মাধ্যমে এ সব কেন্দ্রে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের প্রেরণ করা যায়। যে সমস্ত নিবাসীর আইনগত সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা দেয়া হয়।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় ৬ বিভাগে ১৮ বছরের নীচে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার মেয়েদের ৬ টি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, কাউন্সেলিং ও গাইডেন্সের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়। দারিদ্র ও অসহায়ত্বের কারণে যে সকল নারী ও শিশু বেআইনি চক্রের কবলে পড়ে তাদেরকে উদ্ধারপূর্বক এসব কেন্দ্রে ভর্তি করে রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উপায়ে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

### ৬.২ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণাসমূহ

#### ক) বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫[৯৫]

- সহিংসতার শিকার কন্যাশিশু এবং নারীদের জন্য চিকিৎসা, মানসিক ও অন্যান্য কাউন্সেলিং সেবা এবং বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে আইনী সেবাসহ যথাযথ সহায়তা সম্বলিত একটি আদর্শমানের আশ্রয়কেন্দ্র এবং উপশমমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে, যাতে করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয় (প্যারা ১২৫ এ) ।
- সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধী ব্যক্তির জন্য কাউন্সেলিং এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান কর্মসূচির ব্যবস্থা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা (প্যারা ১২৫ আই)।

### ৬.৩ পরিকল্পনা ও নীতি

#### (ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৯৬]

- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (ক্রমিক ১৬.২)।
- একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবি ও পেশাজীবি নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা (ক্রমিক ৩৫.২)

[৯৫] বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫।
[৯৬] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১।

### (খ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১[৯৭]

- সকল প্রকার সহিংসতা, ভিক্ষাবৃত্তি, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শিশুদের উপর সহিংসতা, নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা (ক্রমিক ৬.৭.১)।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যাশিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (ক্রমিক ৮.৪)।

## ৬.৪ লক্ষ্য

নারী ও শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টি এবং প্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

৯৭ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১।

**৬.৫ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছক**

| বর্তমান কার্যক্রম | ভবিষ্যৎ কর্মসূচি | সময়সীমা | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ |
|---|---|---|---|
| **নিরাপদ আবাসন ও শেল্টার** | | | |
| ক) বিভাগীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুদের জন্য ৬টি শেল্টারহোম।<br>খ) মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু, কিশোরী হেফাজতীদের জন্য নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র।<br>গ) বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, শিশু পল্লী প্লাস, এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, আরডিআরএস, অপরাজেয় বাংলাদেশ এর শেল্টার হোম, ড্রপইনসেন্টার ও হাফওয়ে হোমস।<br>ঘ) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইং এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত শেল্টারহোম।<br>ঙ) পথশিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি | • জেলায় নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শেল্টার হোম/ নিরাপদ আবাসন, হাফওয়ে হোমস, ড্রপইনসেন্টার স্থাপন করা।<br>• বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইং এর আওতায় প্রয়োজন অনুযায়ী শেল্টারহোম স্থাপন করা। | স্বল্পমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংগঠন |
| | • শেল্টার হোম এবং নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রের সেবার মান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| | • আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত সামাজিক নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তনে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • পথশিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শেল্টারহোমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।<br>• শেল্টারহোমসমূহের ম্যাপিং, মানোন্নয়ন এবং উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| উদ্যোগে পরিচালিত শেল্টারহোম। | | | |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| **সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ** | | | |
| ক) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (১২)।<br>খ) ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার<br>গ) রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার (১০)।<br>ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন সেন্টার (১০৯)।<br>ঙ) মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কার্যক্রম। | • জেলায় নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শেল্টার হোম/ নিরাপদ আবাসন, হাফওয়ে হোমস, ড্রপইনসেন্টার স্থাপন করা।<br>• বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইং এর আওতায় প্রয়োজন অনুযায়ী শেল্টারহোম স্থাপন করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| | • বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়মিত মনোসামাজিক কাউন্সেলর এবং কেইস ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কার নিয়োগ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| | • কমিউনিটি বেইজ্ড প্যারা কাউন্সেলর নিয়োগ করা।<br>• দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।<br>• সেবার গুনগত বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| **পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রিকরণ কার্যক্রম** | | | |
| ক) দুঃস্থ নারীদের সরকারি- বেসরকারি সহায়তা।<br>খ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি।<br>গ) যুবক-যুবতীদের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। | • শেল্টারহোমে নারীদের আত্মকর্মস্থানের জন্য জীবন নির্বাহী (তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের কর্ম প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য অপ্রথাগত কর্মসংস্থান যেমন- যানবাহনের চালক, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তাকর্মী ইত্যাদি সুযোগ তৈরি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র |
| | • শেল্টারহোম পরিত্যাগের পরে তাদের আত্মকর্মসংস্থান বা চাকুরী বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| | • পাচার হতে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। | স্বল্পমেয়াদী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঘ) সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র। | | | মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বেসরকারি সংগঠন |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| ঙ) পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম।<br>চ) ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। | • পাচার থেকে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।<br>• পাচারপ্রবণ এলাকায় মানবপাচারের শিকার নারী ও শিশুর জন্য সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা।<br>• পাচারপ্রবণ এলাকায় পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনগুলোর ম্যাপিং করা। | স্বল্পমেয়াদী | |
| | • পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের সরকারি ও বেসরকারি শেল্টারহোমে পুনর্বাসন এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • পাচার থেকে উদ্ধারকৃতদের পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের ব্যবস্থা করা। | দীর্ঘমেয়াদী | |
| | • পাচার থেকে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা।<br>• সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার মেয়েদের জন্য প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা। | মধ্যমেয়াদী | |
| | • পথশিশুদের চিহ্নিত করে তাদের পুনর্বাসনে কর্মসূচি গ্রহণ করা।<br>• ঝুঁকিপূর্ণ ও পথশিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।<br>• শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। | স্বল্পমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়<br><br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, যুব ও |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বেসরকারী সংগঠন |
| **বর্তমান কার্যক্রম** | **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি** | **সময়সীমা** | **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ** |
| **প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা** | | | |
| ক) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র। | • পাচারকৃত নারী ও শিশুদের উদ্ধারের জন্য আইন-শৃংখলা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।<br>• দুর্যোগপূর্ণ এলাকা, শরণার্থী, আদিবাসী ও অভিবাসী নারীদের জন্য সুরক্ষা, প্রতিকার ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। | মধ্যমেয়াদী | **মূল মন্ত্রণালয়**<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়<br><br>**সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা**<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বেসরকারি সংগঠন |
| | • বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।<br>• আইনশৃংখলা বাহিনীর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।<br>• শহর, গ্রামাঞ্চলে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>• সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর ফরেনসিক পরীক্ষার প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রদান করা।<br>• শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। | স্বল্পমেয়াদী | |

# সপ্তম অধ্যায়

# গপ্তম অধ্যায়

## কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

### ৭.১. লক্য

- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

## ৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি।
- মাঠ প্রশাসনের নিম্নোক্ত ৩টি কমিটি-
  - জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।
  - উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।
  - ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।
- কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা/সংগঠন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স এর আওতায় ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান সাপোর্ট ইউনিট কর্তৃক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে।

## ৭.৩ বাস্তবায়ন কৌশল

### ৭.৩.১ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বাস্তবায়ন

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য 'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও মূল্যায়ন' কমিটির নির্দেশনায় নির্যাতন প্রতিরোধে একটি কৌশল তৈরি করা হবে যেখানে দক্ষতা উন্নয়ন এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট থাকবে।

- নির্যাতন প্রতিরোধে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবদের মধ্যে জেন্ডার সমতা এবং অহিংস সম্পর্ক সৃষ্টিতে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ফলশ্রুতিতে, তাদের মানবাধিকার বিষয়ে আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুশীলনে ইতিবাচক পরিবর্তন হবে।
- সন্তানের প্রতি মা-বাবা থেকে শুরু করে অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের আচরণকে জেন্ডার সংবেদনশীল করা।
- জনগণের মধ্যে সমাজে পিছিয়ে থাকা শিশুদের সুরক্ষা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- জেন্ডার সাম্যতা বৃদ্ধি এবং নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পরিবর্তনে সমন্বিত পদক্ষেপ, বিশেষ করে নারী ও শিশুর জন্য কর্মক্ষেত্রকে সুরক্ষিত এবং হয়রানিমুক্ত করা।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে আরও সক্রিয় ও জোরদার করা।
- ন্যাশনাল টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ এবং জয় মোবাইল অ্যাপসের বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

## ৭.৩.২ আইনি সুরক্ষা, আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বিদ্যমান আইনের সঠিক বাস্তবায়ন, প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- প্রচলিত আইনসমূহের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন করা।
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের বাস্তবায়নের রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করা।
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর আইনি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর তাৎক্ষণিক এবং জরুরী ভিত্তিতে অন্য যেসব সেবার (স্বাস্থ্য, কাউন্সেলিং, নিরাপদ আবাসন) প্রয়োজন, সেই সেবাদানকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- সহিংসতার শিকার সকল নারী ও তাদের শিশুদের জন্য সময়োপযোগী এবং প্রাথমিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করা।
- সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য বহুমাত্রিক সেবা প্রদান ব্যবস্থায় যে রেফারেল সিস্টেম, সেবা ও প্রোটোকল রয়েছে তা আরও শক্তিশালী করা।

## ৭.৩.৩ দক্ষতা বৃদ্ধি

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রিপোর্টিং, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সমন্বয় বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের উপর জোর দিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদান এবং নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- নারীর ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজ্ড ভায়োলেন্সের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ডওউ ফোকাল ডেস্কের কর্মকর্তাদের কর্মপরিকল্পনার আওতায় আনা এবং তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা।
- বিভাগ/জেলা/স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সমন্বিত সেবা প্রদান বিষয়ে দক্ষতার উন্নয়ন ও সচেতন করা ।

## ৭.৩.৪ সমন্বয় ও সহযোগিতা

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মূল সমন্বয়কারী হলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজ্ড ভায়োলেন্স। 'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও মূল্যায়ন' কমিটির নির্দেশনায়, অ্যাকশন প্ল্যান সাপোর্ট ইউনিটের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও তাদের আওতাধীন বিভাগসমূহ তাদের কর্মসূচিতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বিষয়গুলো সংযুক্ত এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
- জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিকে কার্যকর করার মাধ্যমে জাতীয় পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা হবে। বিশেষ করে তৃনমূল পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনা উপযোগী এবং তা বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কমিটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় ব্যবস্থা কার্যকরের জন্য একটি ফর্মাল প্রোটোকল/নির্দেশনা তৈরি বা GgIBD (MoU) তৈরী করা হবে।

- সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করা হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

## ৭.৩.৫ অর্থায়ন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সহযোগী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট, নারী ও শিশুদের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের থোক বরাদ্দ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব বাজেট বরাদ্দের আওতায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

- এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল এবং সহযোগী মন্ত্রণালয় সমূহের নিজস্ব পরিকল্পনার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং এই কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।
- কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয়, দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুনির্দিষ্ট এবং যথোপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর সব ধরনের সেবা যেমন-স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, আইনি সহায়তা, নিরাপদ আবাসন, শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সেবার জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

## ৭.৩.৬ পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কর্মপরিকল্পনার সঠিক ও মানসম্মত বাস্তবায়নের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী।

- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরি করা হবে।
- কর্মপরিকল্পনার ব্যয় নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরি করা হবে।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরু থেকে উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত তথ্যাদি কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হবে।
- কর্মপরিকল্পনার সঠিক ও মানসম্মত বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (গওঝ) প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য প্রতি ছয় মাস পর পর পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ এবং প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসূচি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হবে।
- প্রত্যেক মেয়াদের শেষে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হবে।
- প্রতি ৪ বছর মেয়াদের শেষে কর্মপরিকল্পনার অর্জন ও অসম্পাদিত কর্মকান্ডের পুনর্মূল্যায়ন এবং পরবর্তী মেয়াদকালে তা সংযুক্ত করা হবে।
- কর্মপরিকল্পার মেয়াদকাল (২০১৮-২০৩০) শেষে একটি সার্বিক মূল্যায়ন করা হবে।
- প্রত্যেক মূল্যায়নের ফলাফল অর্জন ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

## ৭.৪ গবেষণা

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি/ কার্যক্রমকে পর্যলোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে বাস্তবতার নিরিখে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিয়মিত ও ধারাবাহিক গবেষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

## ৭.৫ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগসমূহ

### ৭.৫.১ আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ

- **১৬ দিনব্যাপী প্রচারাভিযান (Sixteen Days Campaign):** ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত উইমেন'স গ্লোবাল লিডারশিপ ইন্সিটিউটের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান। প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণকারীরা স্থির করে যে, ২৫ নভেম্বর তারিখটি হবে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস এবং ১০ ডিসেম্বর হবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। নারীর প্রতি সহিংসতাকে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত করা এবং এ ধরনের সহিংসতা যে মানবাধিকার লঙ্ঘন তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রতিরোধ পক্ষ পালিত হয়।

- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচারাভিযান **(UNITE to End Violence Against Women Campaign):** জনগণের মাঝে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়াতে এবং সমগ্র বিশ্বে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে রাজনৈতিক ক্ষেত্র ও সম্পদের বরাদ্দ বৃদ্ধি লক্ষ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব ২০১৮ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী এ প্রচারাভিযানেরঘোষণা করেন। এই প্রচারাভিযান ২০১৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়।

- নারী নির্যাতন বন্ধে একত্রিত হয়ে নির্যাতনকে না বলুন **(Say No- UNITE to End Violence Against Women):** জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ক্যাম্পেইনসমূহের মাঝে একটি হলোঝধু ঘড়- টঘওঞঊ ঃড় ঊহফ ঠরড়ষবহপব ধমধরহংঃ ডড়সবহ যা নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে একটি সামাজিক সংহতির প্ল্যাটফর্ম। ইউএন উইমেন ২০০৯ সালের নভেম্বরে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করে। এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হলো সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যক্তি, সুশীল সমাজ, সরকারের পদক্ষেপসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র বিশ্বে প্রচার এবং এ ব্যাপারে কাজ করতে অন্যান্যদের উৎসাহিত করা।

- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘ ট্রাষ্ট ফান্ড **(UN Trust Fund to End Violence Against Women):** জাতিসংঘ ট্রাস্ট ফান্ড নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে একটি আন্তর্জাতিক তহবিল। ১৯৯৫ সালের ২২ শে ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এই তহবিল গঠিত হয় যা ইউএন উইমেন দ্বারা পরিচালিত এবং বিভিন্ন দেশের সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, ব্যক্তির স্বপ্রণোদিত অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে।

- **নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ভার্চুয়াল নলেজ সেন্টার(Virtual Knowledge Centre to End Violence Against Women and Girls):** নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ভার্চুয়াল নলেজ সেন্টার একটি অনলাইন রিসোর্স যা ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিস ভাষায় অনূদিত। নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নীতি প্রণয়নকারী, প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী ও অন্যান্য যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে তাদের সহায়তা করার জন্যই ২০১০ সালের মার্চ মাসে ইউএন উইমেন এই অনলাইন নলেজ সেন্টার চালু করে।

- সংঘাতময় পরিস্থিতিতে যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অ্যাকশন **(U.N. Action Against Sexual Violence in Conflict):** সংঘাতের পূর্বে ও পরে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘের কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, অধিকতর কার্যকরী করা এবং যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশের জাতীয় উদ্যোগকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে জাতিসংঘের ১৩ টি সংগঠন একত্রিত হয়ে এই অ্যাকশন গ্রহণ করে।

- **#MeToo Campaign:** যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার এবং তা মোকাবেলা করে বেঁচে থাকা নারী বিশেষ করেকৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সাহায্য করার জন্য ২০০৬ সালে তারানা বার্ক নামে একজন আমেরিকান এক্টিভিস্ট এই ক্যাম্পেইন শুরু করেন। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে মার্কিন অভিনেত্রী এলিসা মিলানো টুইটার এ তার যৌন নিপীড়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে #গবঞড়ড় লেখাটি ব্যবহার করে যা অল্প সময়ের মাঝেই সব ধরনের পেশার নারী ও পুরুষ উভয়ের মাঝে জনপ্রিয় হয় এবং যৌন সহিংসতা নিয়ে সবাই তাদের অভিজ্ঞতা অথবা সমর্থন জানানো শুরু করে। যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সবার মাঝে সচেতনতা তৈরি, সহিংসতার শিকার ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানো এবং বিশ্বব্যাপী কথোপকথন শুরু করা এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য।[৯৮]

৯৮ ভিশন অফ #মি টু ক্যাম্পেইন, https://metoomvmt.org

- স্পটলাইট- নারী এবং কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা নির্মূল উদ্যোগ **(Spotlight Initiative: Eliminating all forms of violence against women and girls)**: নারী এবং কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা নির্মূল এর লক্ষ্যে জাতিসংঘ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর নতুন উদ্যোগ স্পটলাইট। এই উদ্যোগটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে।৯৯

- হি ফর শি (He for She): জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য ইউএন উইমেন এর একটি সংহতি আন্দোলন হি ফর শি। জেন্ডার সমতার জন্য শুধু নারী নয় বরং পুরুষসহ সকল লিঙ্গের মানুষদের একত্র করে একটি সাহসী, দৃশ্যমান এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে গড়ে তোলা এই আন্দোলন এর মূল লক্ষ্য।১০০

- সাউথ এশিয়ান ইনিশিয়েটিভ ফর ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন (সেইভেক): শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সেইভেক একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেছে এবং এটি বাল্যবিবাহ, দৈহিক শাস্তি, যৌন নির্যাতন ও শোষণ, মানবপাচার ও শিশু শ্রম বিষয়ে কাজ করে। সার্কভুক্ত দেশসমূহে সরকারি, নাগরিক সমাজ এবং শিশু ফোরামের সমন্বয়ে শিশুদের চলমান সুরক্ষার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে।

- জয়েন্ট প্রজেক্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন: জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে মোট ১১টি মন্ত্রণালয় এবং ৯টি ইউএন সংস্থার মাধ্যমে জয়েন্ট প্রজেক্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন (জানুয়ারী ২০১০- জুন ২০১৩) বাস্তবায়িত হয়। এই প্রোগ্রামের ফলাফল ছিল: ১) সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা, আইনি কাঠামো প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ; ২) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং বৈষম্য দূরীকরণে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন ; ৩) সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাশিশু বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য সুষ্ঠু সেবা প্রদান, সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরী।

৯৯ স্পটলাইট- নারী এবং কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা নির্মূল উদ্যোগ, http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml

100 হি ফর শি (He for She), http://www.heforshe.org/en

## ৭.৫.২ জাতীয় উদ্যোগসমূহ

- **নারীর ক্ষমতায়ন**

  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে একটি হলো নারীর ক্ষমতায়ন। সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য নারীর ক্ষমতানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গে নারীরা উড়িয়েছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা।

- **নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

  এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা হ্রাস করা এবং সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। প্রধান কার্যক্রমসমূহ: ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি),ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী, বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে 'জয়' মোবাইল অ্যাপস , রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম ইত্যাদি।

- **নারী-বান্ধব হাসপাতাল কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**

  স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফের সহায়তায় দেশের ২৭টি জেলা এবং ৫টি উপজেলায় মোট ৩২টি নারী-বান্ধব হাসপাতালের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নারী-বান্ধব হাসপাতালসমূহ নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে যেমনঃ তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পরিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা/সুবিধা না থাকলে অধিকতর ভাল জায়গায় প্রেরণ; আইন সহায়তা প্রদানের জন্য এলাকার আইনী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ এবং রোগীর তথ্য যথাযথভাবে নথীভুক্ত করে সংরক্ষণ।

- **জেন্ডার, এনজিও, স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট (জিএনএসপি), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**

  স্বাস্থ্যখাতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে এই ইউনিট কাজ করে। মূল কার্যক্রমসমূহ হলো: স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য স্বাস্থ্যখাতে প্রদেয় সেবার রূপরেখা নিয়ে ''হেলথ রেসপন্স টু জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রটোকল ফর হেল্‌থ কেয়ার প্রোভাইডার" শীর্ষক প্রটোকল তৈরী এবং বাস্তবায়নে একটি ই-মডিউল প্রস্তুতকরণ; মৌলভীবাজার, জামালপুর জেলা এবং এর অন্তর্গত সকল উপজেলায় প্রটোকল বাস্তবায়নে পাইলটিং প্রকল্প গ্রহণ; বহুমুখী সেবা নিশ্চিতকরণে জিবিভি সার্ভিস ম্যাপিং সম্পন্ন; সারভাইভারদের সেবার তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম টু(উঐওঝ২) এ অন্তর্ভুক্তকরণ।

- **উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, বাংলাদেশ পুলিশ:**

  ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ওমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন চালু করা করেছে। ডিভিশনের মূল লক্ষ্য হলো:

  (১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় নির্যাতন ও হয়রানির শিকার নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদান; (২) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল অপরাধ বিভাগের নারী ও শিশুর প্রতি সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্তে সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান করা; (৩) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাধীন নারী ও শিশুদের সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে সচেতন করা; (৪) নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ করা; (৫) হটলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে কুইক রেসপন্স টিমের গমন এবং ভিকটিমদের আইনী সহায়তা প্রদান এবং ; ৬) নারী ও শিশুর প্রতি সংঘটিত অপরাধের তথ্য সংরক্ষণ করা।

- **ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, বাংলাদেশ পুলিশ:**

  বাংলাদেশ পুলিশের তত্ত্বাবধানে ১০টি এনজিওর সমন্বয়ে ২০০৯ সালে ঢাকায় তেজগাঁও থানায় প্রথম ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু করা হয়। ২০১১ সালে রাঙ্গামাটিতে ২য় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম জেলায় এই কার্যক্রম শুরু হয়। সেন্টারসমূহ সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে আইনী সেবা, চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা, সহযোগী এনজিও থেকে আইনগত ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করে। এই সেন্টারে সর্বোচ্চ ৫ দিন থাকা যায়।

- **সাইবার সিকিউরিটি এ্যাওয়ারনেস ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগঃ**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয়ে চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারাদেশের ৮টি বিভাগে মোট ১০০টি স্কুল ও কলেজের মেয়েদের জন্য ডিজিটাল অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা করা হচ্ছে। এতে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রী হাতে কলমে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাবে, জানতে পারবে ডিজিটাল অপরাধ ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিরাপদ বিচরণের কৌশলসমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি।

ব্র্যাক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, ব্লাস্ট, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, অপরাজেয় বাংলাদেশ, আরডিআরএস, গার্লস এ্যাডভোকেসী অ্যালায়েন্স, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম, আমরাই পারি ক্যাম্পেইন, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, নারীপক্ষ, দূর্বার নেটওয়ার্ক, ঊষা, বাংলাদেশ নারী প্রগতী সংঘ, কর্মজীবী নারী, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা, ন্যাডপো, উৎস বাংলাদেশ, শিশু অধিকার ফোরাম, প্রিপ ট্রাস্ট, আভাস, এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন, আইসিডিডিআর,বি, অ্যাকশন-এইড বাংলাদেশ, সেভ দ্য চিলড্রেন, অক্সফাম বাংলাদেশ, তেরে দেস হোমস্, গার্লস নট ব্রাইডস, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, গার্লস চাইল্ড রাইটস ফাউন্ডেশন, ইউএন উইমেন, ইউএনএফপিএ, আইএলও, ইউনিসেফ, ইউএসএইড, ডানিডা, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারী সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে নারী ও শিশুর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, মামলা পরিচালনা ও আইনি সহায়তা, চিকিৎসা ও মানোসামাজিক কাউন্সেলিং, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে যেখানে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থাকতে পারে। বেসরকারী সংগঠনসমূহ নাগরিক সামজের সাথে যৌথভাবে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নারী ও শিশুর পুনর্বাসন ও সমাজে পুন:একত্রীকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

# খসড়া প্রণয়ন ও সম্পাদনা পর্ষদ

**ড. আবুল হোসেন**
প্রকল্প পরিচালক
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**সাবিনা সুলতানা**
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**সাগরিকা দাশ**
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**শারমীন জাহান**
প্রোগ্রাম অফিসার
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণা